NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ প্রগতিশীল সমাজ ও দেশ গঠনে বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ভাবনা

নবপত্রিকা: প্রাথমিকে ড্রপ আউট শূন্য বাংলা, কেন্দ্রের রিপোর্ট ৮

কলকাতা ১২ জানুয়ারি ২০২৫ ২৭ পৌষ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.01.2025, Vol.18, Issue No. 212 8 Pages, Price 3.00

বিষাক্ত স্যালাইনে প্রসূতি মৃত্যু থেকে শিক্ষা

রিঙ্গার ল্যাকটেট-সহ ১০ ওষুধ নিষিদ্ধ ঘোষণা রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তান জন্ম দেওয়ার পরই প্রসূতির মৃত্যু। এমন ঘটনায় তোলপাড় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। অভিযোগ উঠেছিল নিম্নমানের স্যালাইনের। এই আবহে এবার রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে কড়া নির্দেশ দিল স্বাস্থ্য দপ্তর।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ হয়েছে, অভিযোগ ওঠায় সুরক্ষার কারণে রোগীদের জন্য 'রিঙ্গার ল্যাকটেট' স্যালাইন সাময়িক নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা অনিরুদ্ধ নিয়োগী জানিয়েছেন, রিঙ্গার ল্যাকটেট-সহ মোট ১০ ধরনের ওষুধ ব্যবহার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সেইসকল ওষুধগুলি হল- রিঙ্গার ল্যাকটেট-৫০০ এমএল, রিঙ্গার সলিউশন আইপি ইনজেকশন-৫০০ এমএল, ডেক্সট্রোস ইনজেকশন ১০ শতাংশ ৬৫০ এমওএসএম/ এল-৫০০ এমএল, ম্যানিটল ইনফিউশন আইপি ২০ শতাংশ-১০০ এমএল, প্যারাসিটামল ইনফিউশন-১০০০ মিলিগ্রাম/ ১০০ এমএল, অফলোক্সাসিন-২০০ মিলিগ্রাম/ ১০০ এমএল, লেভোফ্লোক্সাসিন -১০০ এমএল, ১/২ ডিএনএস-৫০০ এমএল, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইরিগেশন সলিউশন-৩ লিটার, পেডিয়াট্রিক মেনটেনান্স ইলেক্ট্রোলাইট সলিউশন-৫০০ এমএল। সেইসঙ্গে ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইন সরকারি গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে। রিপোর্ট সামনে না আসা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে 'রিঙ্গার ল্যাকটেট' স্যালাইন। উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারি সাতসকালে মৃত্যু হয় এক প্রসূতির।

এই ঘটনার জেরেই মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। অভিযোগ ওঠে, ভুল স্যালাইন এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার কারণে প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি গড়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দপ্তর। আর তাতেই রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে নিষিদ্ধ হল নির্দিষ্ট সংস্থার তৈরি স্যালাইন।

প্রসূতি মৃত্যুতে রিপোর্ট চাইল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 'বিষাক্ত' স্যালাইনের জেরে প্রসূতির মৃত্যুর জের গড়াল নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল রাজ্যের প্রধান প্রশাসনিক ভবন। ২ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্যভবনকে এই রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, শনিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যদপ্তরের ১৩ তদন্তকারীরা। কলেজের সুপার ও অধ্যক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয় তাঁদের। তার ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে রিপোর্ট। রবিবারের মধ্যে তা নবান্নে জমা দেওয়া হতে পারে। তারপর তা খতিয়ে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মালদহ সীমান্তে গুলি করে পাচার রুখে দিল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান রুখল বিএসএফ। পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলাও চালিয়েছিল। যদিও সেই হামলা মোকাবিলা করে পালটা আক্রমণে যান জওয়ানরা। দুই রাউন্ড গুলিও চালানো হয়। শুক্রবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটল মালদহের নওদা সীমান্তে। জওয়ানরা ওই ঘটনার পর সীমান্ত এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছেন।

ভারত - বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষায় গুলি চালিয়ে দুষ্কৃতীদের ওপারে তাড়ালো বিএসএফের কর্তব্যরত জওয়ানেরা। শুক্রবার রাত আড়াইটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার নবাদা সীমান্ত এলাকায়। ফেনসিডিল পাচারের চেষ্টা করছিল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গেলে বিএসএফএর ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে হামলার চেষ্টা চালায় দুষ্কৃতীরা। আত্মরক্ষার্থে গুলি চালায় বিএসএফ। উদ্ধার হয়েছে একটি ধারালো অস্ত্র, লাঠি এবং ৫৭২ বোতল ফেনসিডিল। বারবার বিজিবিকে চোরাচালান রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ বিএসএফের।

উদ্ধার বিপুল কফ সিরাপ

বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএসএফের ১১৯ ব্যাটালিয়নের বর্ডার আউটপোস্ট জওয়ানরা প্রাণনাশের চেষ্টা করে হামলা করে। সেই সময় আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালায়। ঘটনায় চোরাকারবারিরা বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়। সেই সময় ভারত বাংলাদেশ ওই এলাকায় প্রহরারত ছিলেন ১১৯ নম্বরের জাওয়ানরা। এদিন রাত আড়াইটা নাগাদ জওয়ানরা ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় ১৫-২০ জন সশস্ত্র বাংলাদেশি চোরাকারবারীদের দেখতে পান। যারা দ্রুত সীমান্তের কাঁটা তারের দিকে এগিয়ে আসছিল। সেই সময় কাঁটাতারের ওপারে চোরাকারবারীদের দেখতে পায় কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানেরা। সেখানে কর্তব্যরত জওয়ানরা সহকর্মী জওয়ানদের সতর্ক করে দেন এবং চোরাকারবারীদের দিকে দৌড়িয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করে। কিন্তু বাংলাদেশি চোরাকারবারীরা চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করে জোর করে কাঁটাতারের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। জওয়ানদের চোখে হাই-বিম টর্চ জ্বালিয়ে দেয়। জওয়ানরা চোরাকারবারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে শুন্যে ২ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে। চোরাকারবারীদের ওপর এর কোনও প্রভাব পড়েনি। পরিবর্তে টর্চের হাই-বিম আলো দিয়ে জওয়ানদের হামলা করার উদ্দেশ্যে, তারা ধারালো অস্ত্র এবং লাঠি নিয়ে আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। সেখানে কর্তব্যরত জওয়ানরা কোনওভাবে নিজেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং জোরপূর্বক চোরাচালান বন্ধ করার জন্য পাচারকারীদের দিকে পুনরায় পরপর দুটি রাউন্ড গুলি ছোড়ে। ততক্ষণে কাছে থাকা অন্যান্য জওয়ানরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান।

বিএসএফ দলের সতর্কতায় পাচারকারীরা অন্ধকার ও আম বাগানের সুযোগ নিয়ে যথাক্রমে বাংলাদেশ এবং ভারতের দিকে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে ৫৭২টি ফেনসিডিল, ১টি ধারালো অস্ত্র এবং একটি টর্চ উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফের ছোড়া গুলিতে পাচারকারীরা আহত হয়ে থাকতে পারে বলে অনুমান। তবে তাদের কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিল ও ধারালো অস্ত্র কালিয়াচক থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

গঙ্গাসাগরে শামিল হওয়া পুণ্যার্থীদের নজরদারিতে বিশেষ ব্যবস্থা রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে গঙ্গাসাগরে স্নান পর্ব সেরে ফিরতে পারেন তার জন্য বিশেষ নজরদারি ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। জায়গায় শুরু করা হয়েছে হেলথ চেকআপ ক্যাম্প। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে চালানো হচ্ছে বিশেষ ট্রেন। ভিন রাজ্য থেকে আসা পর্যটক ও পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগরে যাতে কোনও ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন তার জন্য রাজ্যের পুলিশ এবং প্রশাসন কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। কলকাতার বাবুঘাট সংলগ্ন আউটট্রাম গঙ্গার ঘাটে বেশ কিছু বিশ্রাম শিবির তৈরি করা হয়েছে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য। সেখানে বিশেষ সুবিধা পানীয় জল, শারীরিক চিকিৎসার জন্য বুথ এবং সহায়তা কেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে গোটা চত্বরটাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে

নিরাপত্তার দরুন। যাতে সাধু সন্ন্যাসীদের কোনওভাবেই অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। সেই সাথে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা রক্ষী।

ফায়ার ব্রিগেডের ও ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া সমগ্র গঙ্গাসাগর মেলাকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলতে গঙ্গাসাগরে মেগা কন্ট্রোল রুমের ও সূচনা করা হয়েছে। এই মেগা কন্ট্রোল রুম থেকে মেলার কটা দিন প্রায় ১২০০ সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলার প্রতিটি পয়েন্টে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হবে। সাধু সন্ন্যাসীরা স্নান করার সময় গঙ্গাসাগর সমুদ্রতটে স্পিডবোর্ড নিয়ে কোস্টাল গার্ডের রক্ষীরা বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। হেলিকপ্টারে নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে গঙ্গাসাগর উপকূল এলাকায়। বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর বিশেষ নজরদারি জোরদার করা হয়েছে বঙ্গোপসাগর উপকূল -সহ গঙ্গাসাগরের বিস্তৃতি এলাকায়।

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তিতে মহাঅভিষেক

■ রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অযোধ্যার রামমন্দিরে মহাসমারোহে পালিত হল প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শুরু হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান। প্রভুর মহাঅভিষেক সম্পন্ন হয় শনিবার। দুধ দিয়ে স্নান করানো হয় রামলালার বিগ্রহকে। তার পরে পালিত হয় মঙ্গল দর্শন। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে অযোধ্যায়। হাজার হাজার দর্শনার্থী ভিড় জমিয়েছেন অযোধ্যায়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত থাকতে পারেননি, এমন ১১০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রামমন্দিরে। প্রতিষ্ঠা দ্বাদশী উপলক্ষে বিশেষ পুজো দেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রামলালার বিগ্রহের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে দেখা যায় তাঁকে। বিখ্যাত লোকসঙ্গীতশিল্পী মালিনী অবস্তি, গায়িকা অনুরাধা পড়ওয়াল, কবি কুমার বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রামমন্দিরের বিশেষ অনুষ্ঠানে। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের উন্নতিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে রামমন্দির, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। গতবছর ধুমধাম করে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় অযোধ্যার নবনির্মিত রামমন্দিরে। প্রধানমন্ত্রী নিজেই বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শামিল হন। রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়ে গেলেও মন্দির নির্মাণের কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। আশা করা হয়েছিল চলতি বছরের জুন মাসে শেষ হবে মন্দিরের কাজ।

ইউনূস সরকারের নির্দেশ

■ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ছাড়ার পর থেকে বার বার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে আবার 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা মনে করিয়ে দিল অন্তর্বর্তী সরকার। পাশাপাশি তারা সংখ্যালঘু নির্যাতনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে পুলিশকে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের কথাও ঘোষণা করেছে সরকার।

'ফুড কোর্ট'-এ আগুন

■ আগুনের গ্রাসে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে 'ফুড কোর্ট'। শনিবার বিকেলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্টেশন চত্বরে। হতাহতের এখনও খবর মেলেনি। তবে প্রচুর আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।

মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনে একা লড়ার ঘোষণা উদ্ধবের

মুম্বই, ১১ জানুয়ারি: দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আবহে ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। জোটের তাবড় তাবড় নেতারা ইতিউতি কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। এবার শিবসেনার উদ্ধব শিবির ঘোষণা করে দিল, মহারাষ্ট্রের স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে কোনও জোট নয়, একাই লড়বে তাঁরা।

শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের অন্যতম মুখপাত্র তথা রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলে দিলেন, 'স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে জোটে লড়লে শরিক দলগুলির কর্মীদের মনোবল কমে যায়। ফলে দলের সংগঠনের শক্তি বাড়ে না। তাই আমরা নিজেদের শক্তিতেই স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে লড়ব।' আরও একবার শরিকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে কংগ্রেসের ব্যর্থতা তুলে ধরেন রাউত। তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটের একজন কনভেনর পর্যন্ত নেই। জোটের সবচেয়ে বড় শরিক হিসাবে কংগ্রেসেরই দায়িত্ব ছিল শরিকদের একত্রিত রাখা।'

আসলে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ্যে আসার পরই জোটের অন্দরে চিড় ধরতে শুরু করেছিল। প্রচার প্রক্রিয়া নিয়ে শিবসেনা ও কংগ্রেস একে অপরকে প্রকাশ্যে আক্রমণও শানায়। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির মহাজুটি ২৮৮ আসনের মধ্যে ২৩০টি আসনে জয় পায়। সেখানে বিরোধী শিবির জেতে মাত্র ৪৬টি আসনে। মুম্বই সংলগ্ন ৩৬ টি আসনের ১০টি আসন পেয়েছে উদ্ধব সেনা। কংগ্রেস মাত্র ৩টি ও সপা একটি।

বস্তুত বিধানসভা নির্বাচনে মুম্বই এলাকায় কমবেশি নিজেদের শক্তি ধরে রেখেছিল উদ্ধব সেনা। বলা ভালো, বালাসাহেবের শিবসেনার জন্মলগ্নের মতো মুম্বই কেন্দ্রিক দলে পরিণত হয়েছে 'উদ্ধব সেনা'। সঞ্জয় রাউতরাও বুঝে গিয়েছেন, আগামী দিনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অন্তত স্থানীয় নির্বাচনে ভালো ফল করতে হবে। পাশাপাশি দলের সাংগঠনিক শক্তিও বাড়াতে হবে। তাছাড়া, মুম্বই-সহ থানে, পুনের যে পুরসভা নির্বাচনগুলি আগামী দিনে হতে চলেছে তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করেও বিশেষ সুবিধা হবে না উদ্ধব সেনার। বরং, কংগ্রেসের সঙ্গ ধরলে হিন্দুত্ববাদী ভোটব্যাঙ্কে ফাটল আরও বাড়তে পারে। সব দিক বিবেচনা করেই একা লড়ার ঘোষণা উদ্ধব ঠাকরেদের। তবে যে সময় এবং যে ভাবে এই ঘোষণা হল, তাতে ইন্ডিয়া জোটে ভাঙন জল্পনায় একপ্রকার সিলমোহর পড়ে গেল।

এ মরশুমের শীতলতম দিন অনুভব করল তিলোত্তমাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মরশুমের শীতলতম দিন দেখল কলকাতা। সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস নেই। তবে আগামী সপ্তাহে চড়বে পারদ। অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে জাঁকিয়ে ঠান্ডার সম্ভাবনা কম। আবহাওয়া দপ্তরের থেকে পাওয়া খবর অনুসারে শনিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। গত বছর এইদিনে কলকাতার পারদ নেমেছিল ১২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে। সঙ্গে সকাল থেকেই মোটের উপর পরিষ্কার ছিল আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘোরাফেরা করছে ৫০ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে। তবে রবিবার থেকে একটু হলেও কমবে ঠান্ডার কামড়। কারণ বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ কমবে উত্তুরে হওয়ার দাপট। বাড়বে পূবালি হওয়ার প্রভাব। বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয়বাষ্প ঢুকবে। এর জেরে আংশিক মেঘলা আকাশ। বাড়বে রাতের তাপমাত্রাও। তিনদিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পারদ চড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, পৌষ সংক্রান্তিতে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা নেই। রবিবার বাড়বে কুয়াশা। কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। কলকাতা-সহ বাকি জেলাতেও সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। অন্যদিকে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে হাজির পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। পৌষ সংক্রান্তির জাঁকিয়ে শীতে বাধা হতে পারে এই ঝঞ্ঝা। এমনটাই বলছে হাওয়া অফিসের কর্তারা। তবে বিগত কয়েকদিনের মতোই দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি কুয়াশার দাপট চলবে উত্তরবঙ্গেও। ঘন কুয়াশায় উত্তরবঙ্গের দৃশ্যমানতা নামবে ৫০ মিটারের কাছাকাছি। রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দক্ষিণ ও উত্তর দিনাজপুরে ঘন কুয়াশা থাকবে।

দিল্লির ক্যাগ রিপোর্টে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: অরবিন্দ কেজরিওয়াল জামিনে মুক্ত। মণীশ সিসোদিয়া জামিনে মুক্ত। মূল মামলার অভিযুক্ত ৪০ জনের মধ্যে ৩৮ জনই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তবু আবগারি দুর্নীতির ছায়া পিছু ছাড়ছে না আম আদমি পার্টির। দিল্লি ভোটের ঠিক আগে প্রকাশ্যে এসেছে এই সংক্রান্ত সিএজি রিপোর্ট। যা দিল্লির বিরোধী দলগুলির হাতে নয়া অস্ত্র তুলে দিতে পারে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ

তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে

আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

‘মকর সংক্রান্তি’র স্নানযাত্রা উপলক্ষে বিঘ্নিত হবে চক্র রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী মকর সংক্রান্তির দিন কলকাতায় চক্র রেল পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটার কথা জানান হয়েছে। ওই নির্দেশিকাতে জানান হয়েছে রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে পূর্ব রেল শিয়ালদা বিভাগে ১৪ জানুয়ারি মঙ্গলবার গঙ্গায় পুণ্যার্থীদের পবিত্র স্নান যাত্রা উপলক্ষে চক্র রেল পরিষেবাগুলি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই ভিড় সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পবিত্র অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নেওয়া হয়েছে বলেই নির্দেশিকাতে জানিয়েছে পূর্ব রেল। নির্দেশিকা অনুযায়ী, ওই দিনগুলিতে ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার চক্র রেলের ৪টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত যাত্রা করবে। এছাড়া ৪টি চক্র রেলের ইএমইউ লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশন থেকে যাত্রা করবে। চক্র রেলের অপর একটি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বারাসত পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত যাত্রা করবে। এছাড়াও চক্র রেলের একটি ইএমইউ লোকাল ট্রেন কাঁকুরগাছি রোড জংশন-বালিগঞ্জ রুট দিয়ে মাঝেরহাটে ঘুরে যাবে।

ওই দিন একটি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত যাত্রা করবে। অপর একটি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করবে। ১টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন ঘুরপথে বালিগঞ্জ অবধি সংক্ষিপ্ত যাত্রা করবে। অপর ১টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বালিগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে বালিগঞ্জ জংশন, কাঁকুরগাছি রোডের মাধ্যমে চলাচল করবে। এছাড়াও অতিরিক্তভাবে চক্র রেলের ৭টি ইএমইউ লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে।

মহাকুম্ভ ও গঙ্গাসাগরের যাত্রীদের প্রতারণার পরিকল্পনা ভেস্তে দিল রেল পুলিশ, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন: গঙ্গাসাগর মেলা এবং প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের যাত্রীদের ভিড় এবং বিহারগামী ট্রেনগুলিতে মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত ঘটনা বৃদ্ধির অতীত প্রবণতার কথা মাথায় রেখে আরপিএফ আধিকারিকরা হাওড়া স্টেশনে প্রতিরোধমূলক বিশেষ নজরদারি এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালাচ্ছিলেন।

গত ১০ জানুয়ারি শুক্রবার আরপিএফের একটি বিশেষ দল রাতে ১১টা নাগাদ হাওড়া রেল স্টেশনের পুরাতন কমপ্লেক্সের প্ল্যাটফর্ম নং ৭-এ উপস্থিত হয়। সেখানে আপ ১৩০২৯ হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কামরাতে জনা কয়েক ব্যক্তিরা অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করতে দেখতে পান। তারা যাত্রীদের সন্দেহজনকভাবে পানীয় জল ও খেজুর দেওয়ার প্রচেষ্টা করতে দেখা যায়। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আরপিএফের আধিকারিকরা তাদের চারপাশে ঘেরাও করে ফেলে। বিপদ বুঝে তারা পালানোর চেষ্টা করলেও রাত ১১ টা ২০ মিনিট নাগাদ আরপিএফ আধিকারিকরা তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনাতে ধৃত তিন মাদকদ্রব্য অপরাধী বিহার সমাস্তিপুরের বাসিন্দা শম্ভু পাসওয়ান, বিহার বেগুসরাই এর বাসিন্দা গোবিন্দ কুমার মাহাতো, বিহার বেগুসরাই এর বাসিন্দা মহম্মদ ইরফান। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আধিকারিকরা জানতে পারেন মহাকুম্ভ ও গঙ্গাসাগর মেলার জন্য আসা ট্রেনের যাত্রীদের তারা মাদক মিশ্রিত পানীয় ও খেজুর খাইয়ে যাত্রীদের টাকা, মোবাইল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করার পরিকল্পনা করেছিল। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিতে শম্ভু পাসওয়ানের কাছ থেকে ২২টি সিল করা মাদক ট্যাবলেট, একটি প্লাস্টিকের বোতলে মিশ্রিতপানীয়, ৩টি মাদকযুক্ত খেজুর উদ্ধার হয়। অপর ধৃত গোবিন্দ কুমার মাহাতোর কাছ থেকে ১২টি সিল মাদক ট্যাবলেট, ১ লিটার মাদকযুক্ত পানীয় উদ্ধার হয়। আরেক ধৃত মহম্মদ ইরফানের কাছ থেকে ২৫টি সিল মাদক ট্যাবলেট, ৭০০ মিলি মাদকযুক্ত পানীয় এবং নগদ ৩৫০০ টাকা উদ্ধার হয়। এরপর ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী তাদের হাওড়া উত্তর আরপিএফ পোস্টে নিয়ে আসা হয় এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র প্রস্তুত করা হয়। পরবর্তীতে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের এবং জব্দকৃত সামগ্রীসমূহ হাওড়া জিআরপির কাছে আইনি প্রক্রিয়ার জন্য হস্তান্তর করা হয়। আরপিএফ সূত্রের খবর, ১০ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ১১ টা ২০ মিনিটে প্ল্যাটফর্ম নং ৭, হাওড়া শেষ প্রান্তে, পিলার নং-০২ এর কাছ থেকে এই তিনজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তারা স্বীকার করে যে তারা যাত্রীদের টাকা, মোবাইল ফোন, সোনা এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লুট করার উদ্দেশ্যে মাদক মিশ্রিত পানি এবং খেজুর খাইয়ে অপরাধ করার চেষ্টা করছিল। জিজ্ঞাসাবাদের আরও চমকপ্রদ তথ্য উঠে আসে যে ধৃত শম্ভু পাসওয়ানের থেকে। তারা ছাড়াও হাওড়া রেল স্টেশনে তাদের আরেক সহযোগী উপস্থিত রয়েছে। এরপর সেই ব্যক্তির সন্ধানে রাত ১টা থেকে ৪টে পর্যন্ত খোঁজার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হলেও ওই ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিয়মাবলী এবং বিএনএস ২০২৩ এর বিধান অনুযায়ী সমস্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলেই আরপিএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে। অধরা ওই ব্যক্তির খোঁজ করছেন আধিকারিকরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

NOTICE

IN THE COURT OF DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR, PASCHIM MEDINIPUR.
Probate Case No-14/2023
Anamika Sinha........ Petitioner
Date fixed on 20/02/25

Notice is hereby given to the general public that the petitioner has filed the above noted Case for obtaining Probate of WILL executed by Sri Subodh Kumar Das S/O Late Hrisikesh Das of Inda, Tentuldanga P.O-Inda, P.S-Kharagpur (Town), Dist-Paschim Medinipur in respect of the Property described in The Schedule below. If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of publication, failing which the case will proceed according to law.

Schedule of Property

Within Dist.- Paschim Medinipur P.S - Kharagpur (Town) Mouza- Inda, J.L. NO - 232, R.S. Khatian No-540 R.S. Plot No- 667, L. R. Dag No- 5017, Area of Land: 05 ½ decs. (bastu) together with one pucca house consisting of two rooms.

By order
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate
Kharagpur Sub-Division Court
Paschim Medinipur, 07/1/25

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- নদীয়া, মোকাম নবদ্বীপের সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
দেওয়ানী কেস নং- ১৭৩/২০১১
বাদী :- নারায়ন ব্যানার্জী
- বনাম -
বিবাদী :- শ্রীমতি পুতুল রায়
[illegible]
তপশীল
জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, এ.ডি.এস.আর. অফিস- নবদ্বীপ, [illegible] তিলিপাড়া [illegible] নং- ৪১, [illegible] একটি পূর্বমুখি [illegible] পরিমাপ [illegible] উত্তরে- অমল [illegible] দক্ষিণে- সুদাম [illegible] কাপড়ের [illegible] পুত্র নবীন [illegible] আদেশানুসারে
নন্দলাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
তাং- ০৭.০১.২০২৫ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) কোর্ট, নবদ্বীপ, নদীয়া,

E-Tender

E- Tenders are invited by The Prodhan, Murutia Gram Panchayat (Under Karimpur–II Panchayat Samity) Baliadanga, Nadia. **NIET NO. 07/15th CFC/2024-25**, Last date of submission **18.01.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Murutia Gram Panchayat.

আমার মক্কেল 'ইউনিক সেলস অরগানাইজেশন' এর পক্ষে মনোনীত ব্যক্তি শ্রী উৎপল চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় অলোক কুমার চৌধুরী, সাং-ইউ.ডি. ০৫-৫০১ উদিতা, ১০৫০/১ সার্ভে পার্ক, পোষ্ট-সন্তোষপুর, থানা-সার্ভে পার্ক, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭০০০৭৫।
বরজাহান পুরকাইত, সফিকুর পুরকাইত, রফিকুর পুরকাইত সকলের পিতা মৃত আলীবর্দ্দী পুরকাইত মহাশয়ের নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. উলুবেড়িয়া অফিসে ০১৪৬৬/২০২১ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা পাঁচলা, মৌজা রানীহাটি, জে.এল. নং. ১৭, এল.আর. খতিয়ান নং- ২২২০, ২২২১, ২২২২, এল.আর. ১০৩০ নং দাগে মোট ১৬.৩৩৬৬ শতক শালি জমি অ্যাডিশনাল রেজিস্টার অ্যাসুরেন্স কলকাতা-৩ অফিসে ১৯০৩০২৯৯৪/২০২১ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. পাঁচলা অফিসে অ্যাপিল করতে পারেনয অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ ই জানুয়ারি প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। জাতীয় যুব দিবস। ২৭ শে পৌষ। রবিবার। ত্রয়োদশী তিথী। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টত্তরী রবি র দশা, বিংশোত্তোরী মঙ্গল কাল দশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : হঠাতই প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ দান বিতরণ করলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

(প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দ র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। জাতীয় যুব দিবস। বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেন র প্রয়াণ দিবস। শিক্ষা বিদ ড রমেশ চন্দ্র মজুমদার র প্রয়াণ দিবস।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)বৈশাখী দাস, ২)অর্ণব কুমার দাস, ১ এর স্বামী ও ২ এর পিতা ৺জয়ন্ত কুমার দাস, ৩)দীপঙ্কর দাস পিতা মধুসূদন দাস, **৪)শুভঙ্কর দাস ও ৫)ভাস্কর দাস** ৪ ও ৫ এর পিতা ৺কৃষ্ণ চন্দ্র দাস সকলের সাকিম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ বিগত ইং 25/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9541/23 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **হরিশঙ্কর পাল** পিতা হরিনারায়ন পাল সাং আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং পুনরায় **১)বৈশাখী দাস, ২)অর্ণব কুমার দাস,** ১ এর স্বামী ও ২ এর পিতা ৺জয়ন্ত কুমার দাস, সাকিম ত্রিশবিঘা, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ বিগত ইং 25/08/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9542/23 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **হরিশঙ্কর পাল** পিতা হরিনারায়ন পাল সাং আদিসপ্তগ্রাম, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুইটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল **হরিশঙ্কর পাল** মহাশয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 03/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11818/2024 নং দলিল মূলে **মদন গোপাল চৌধুরী** পিতা ৺সত্যনারায়ন চৌধুরী সাকিম আদিসপ্তগ্রাম, বড় খেজুরিয়া, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ৫ কাঠা ১ ছটাক বিক্রয় করেন। __তপশীল:__ জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ক) ৫০৪, ৫০৩, ১৮৬, ১২৯২ ও ১০৯৩ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ২৩ নং দাগে পুকুর ৩১ শতক ও খ)৫০৪ ও ৫০৩ নং খতিয়ানে সাবেক তথা হাল ২৭ নং দাগে বাঁশবাগান ০১ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ২৩ নং দাগে ৪ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট ও ২৭ নং দাগে ০১ শতক বা ৯ ছটাক ৩০ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত খরিদা দলিল মূলে **মদন গোপাল চৌধুরী** পিতা ৺সত্যনারায়ন চৌধুরী নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মলিনা দেবনাথ স্বামী চন্দন দেবনাথ সাকিম কুমোরপাড়া, সপ্তগ্রাম, থানা মগরা, জেলা হুগলী বিগত ইং- 02/01/2024 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10/2024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **দিলীপ দেবনাথ** পিতা ৺শ্রীদাম চন্দ্র দেবনাথ সাকিম নমাজগড়, পোঃ এ্যাডকোনগর থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২১-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 08/01/2024 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ- ক)I-2348/2024 নং দলিল মূলে **পিঙ্কি দাস** স্বামী গৌর কিশোর দাস সাকিম ১৮বিঘা বাসুদেবপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়াকে ২ কাঠা বিক্রয় করেন এবং খ)I-2351/2024 নং দলিল মূলে **সুশান্ত বিশ্বাস** পিতা হারান বিশ্বাস সাকিম নমাজগড়, এ্যাডকোনগর, মগরা, হুগলী-৭১২১২১ মহাশয়কে ৪ কাঠা বিক্রয় করেন। __তপশীল__ – জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা নমাজগড়, জে.এল. 51, হাল এল. আর 401 খতিয়ানে, সাবেক ও হাল 116 দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 3.40 একরের মধ্যে 1.30 একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **পিঙ্কি দাস** স্বামী গৌর কিশোর দাস ও ২)**সুশান্ত বিশ্বাস** পিতা হারান বিশ্বাস তাহাদের উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় পিতা ৺কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় সাকিম মহেশতলা হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয় বিগত ইং- 03/12/1987 তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-519/1987 নং আমমোক্তার দলিল মূলে **শ্রী অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়** পিতা ৺কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় সাকিম মহেশতলা হুগলী, চুঁচুড়া, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং 18/04/1992 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1780/1992 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বিথীকা চ্যাটার্জী** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার চ্যাটার্জী সাকিম নারায়ণপুর কুমার বাগান, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৯ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ক্রেতা **শ্রীমতী বিথীকা চ্যাটার্জী** মহাশয়া নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই অতঃপর বিগত ইং 29/10/2003 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-7473/2003 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে পুনরায় আমার মক্কেল **শ্রীমতী শ্রাবনী সরকার** স্বামী শ্রী হরিদাস সরকার সাকিম ২৩/এফ, বাজারপাড়া, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন।
__তপশীল__ – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নারায়ণপুর, জে.এল. 11, আর.এস. 24 তথা হাল এল. আর 27/1 কৃঃ ও 29/1 কৃঃ খতিয়ানে, সাবেক 59 তথা হাল 408 নং দাগে বাস্তু জমি ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩৯ বর্গফুট আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী শ্রাবনী সরকার** স্বামী শ্রী হরিদাস সরকার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য সাজল কাকদ্বীপ, নামখানা স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে পূর্ব রেলের শিয়ালদা বিভাগের কাকদ্বীপ এবং নামখানা স্টেশনগুলিতে ভিড় জমবে লক্ষ লক্ষ পূণ্যার্থীর। তাই আলোক সজ্জায় সাজানো হল এই দুটি স্টেশনকে।

সিনিয়র ডিইএন রাকেশ রঞ্জনের নির্দেশনায় এবং শিয়ালদার ডিআরএম দীপক নিগমের অনুপ্রেরণায় উভয় স্টেশনকে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। স্টেশনগুলির দেয়ালগুলিকে সুন্দরবনের শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে মনোমুগ্ধকর চিত্রগুলি দিয়ে অলঙ্কৃত করা হয়েছে। এটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, যা তার বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র এবং রাজকীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্য বিখ্যাত। এই শৈল্পিক উপস্থাপনাগুলি তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি ভিজ্যুয়াল ভোজ হিসাবে কাজ করে। একটি নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর তীর্থযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য, শিয়ালদা বিভাগ যথেষ্ট সংখ্যক আধুনিক টয়লেট এবং বাথরুম তৈরি করেছে, যা পুরুষ এবং মহিলা উভয় যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক সুবিধার সঙ্গে সজ্জিত। মেলার সময় প্রত্যাশিত বৃহৎ জনসমাগমের চাহিদা মেটাতে এই সুবিধাগুলি স্টেশন জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে।

জিজেইপিসি’র কলকাতায় পূর্ব আঞ্চলিক কার্যালয়ের রৌপ্য জয়ন্তী বার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের শীর্ষ বাণিজ্য সংস্থা জেম অ্যান্ড জুয়েলারি এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (জিজেইপিসি) কলকাতায় পূর্ব আঞ্চলিক কার্যালয়ের রৌপ্য জয়ন্তী বার্ষিকী উদযাপন করল।

এই অনুষ্ঠানে অংশ নেনজিজেইপিসি’র চেয়ারম্যান বিপুল শাহ,

জিজেইপিসি’র ভাইস চেয়ারম্যান কিরীট বনশালী, জিজেইপিসি’র ইডি সব্যসাচী রায়, জিজেইপিসি পূর্ব ভারত আঞ্চলিক চেয়ারম্যান পঙ্কজ পারেখ, সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এমডি ও সিইও শুভঙ্কর সেন, এবং সদস্য এসইজেড কমিটি, জিজেইপিসি এবং রত্ন ও গয়না খাতের অনেক সম্মানিত সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিমানবন্দর ও এস. সি কলকাতার প্রধান গ্রাহক কমিশনার শিবাজি এইচ ডাঙ্গে, আই. আর. এস।

এদিন জিজেইপিসির চেয়ারম্যান বিপুল শাহ বিকাশের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, ‘ভারতীয় রত্ন ও গহনা বাজার, যার মূল্য বর্তমানে ৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, দ্রুত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিজেইপিসি বেশ কয়েকটি উদ্যোগের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।’ এরই পাশাপাশি ডি বিয়ারস গ্রুপের সঙ্গে সাম্প্রতিক সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে জিজেইপিসির চেয়ারম্যান জানান, ‘জিজেইপিসি আজ পর্যন্ত হিরের বিশ্বব্যাপী জেনেরিক প্রচারে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এই প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করতে, জিজেইপিসি ভারতে রিটেইল অ্যালায়েন্সের মাধ্যমে হিরের প্রচারের জন্য ডি বিয়ারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এব্যাপারে ৭ জানুয়ারি একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একটি আনুষ্ঠানিক সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিতও হয়েছে।’

রাজ্য সরকারকে স্যালাইন কাণ্ডে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন শনিবার হাওড়া শহরে দলীয় কর্মীসূচিতে এসে ব্যাকলিস্টেড কোম্পানির স্যালাইন কাণ্ডে রাজ্যকে তোপ দাগেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ‘তৃণমূলের আমলে ফেল কড়ি মাখো তেল, পয়সা দিলে সব হয়। এই রাজ্যে আরজিকর কাণ্ড ঘটেছে, যার দুটি দিক ছিল। ধর্ষণ-খুন ছাড়াও দুর্নীতি। যে স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় নিজে বসে আছেন, সেই স্বাস্থ্য দপ্তরটাই চোরেদের আস্তানা হয়ে গিয়েছে তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ, খারাপ মানের ওষুধ পাবেন শুধু তাই নয়, প্রসূতিদের প্রসবের আগে যে অক্সিটোসিন নামের একটি হরমোন ইনজেকশন দেওয়া হয়, সেটা দেওয়ার পড়ে অনেক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সরকারি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাই স্বাস্থ্য দপ্তরে চিঠি লিখে তার তদন্ত চেয়েছিলেন। যদিও কিছুই হয় নি। এই তদন্ত কোনো রাজনৈতিক দল করে নি। করেছিল সরকারি হাসপাতালের মহিলা রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরাই। তাই ফেলো কড়ি মাখো তেল, তৃণমূল আমলে আপনি পয়সা দেবেন সব হয়ে যাবে।’

এছাড়াও এই বছরে বিজেপির সদস্যতা অভিযানের প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘গত বছরে ১৩ লক্ষ মানুষ বিজেপির সদস্য হয়েছিলেন, সেই সংখ্যা এবারে ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। আর সংবাদমাধ্যম যে ভাবে এই বিষয়টি সামনে আনছে তাতে আমরা এখনও সদস্য হওয়ার পদ্ধতি চালু রেখেছি, এক কোটি পৌঁছে গেলে তারপরে বন্ধ করবো, সময় লাগবে এটা হতে। আমার নির্বাচনী বুথে আগে ৭০০ পোলিং এজেন্ট বসতো, এখন ১ হাজার। তাই সংগঠন বেড়েছে। যদিও নির্বাচন শুধু সংগঠনের উপরে দাঁড়িয়ে হয় না, তাতে অনেক বিষয় প্রভাবে ফেলে। যার মধ্যে সংগঠন একটি মাধ্যম মাত্র।’ যদিও এবারে রাজ্যের হিন্দু বাসিন্দারা আগামীদিনে রাম নবমীর মিছিল হবে কি না, দুর্গাপূজা নিশ্চিন্তে করতে পারবেন কিনা তাই নিয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন।

শ্যামনগরে অস্ত্রাঘাতে আহত যুবক, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: বচসার জেরে এক যুবককে ছুরির আঘাত করে অপর এক যুবক। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানার কাউগাছি-১ পঞ্চায়েতের বিবেকনগর আমবাগান এলাকায়। আক্রান্ত যুবক বাসু গায়েন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে অভিযুক্ত যুবক দেবাশীষ মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাঝে মধ্যেই নানাবিধ কারণে দেবাশীষ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর অশান্তি হয়। শুক্রবার সকালেও দেবাশীষের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর গন্ডগোল বাধে। পারিবারিক বিবাদ মেটানোর জন্য ওইদিন সন্ধেতে স্থানীয় ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাবে দেবাশীষকে আলোচনায় ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ক্লাব সদস্যদের সেই ডাকে দেবাশীষ সাড়া দেয়নি। রাতের দিকে ঝামেলা মেটাতে বাসু-সহ কয়েকজন দেবাশীষের বাড়িতে পৌঁছয়। তখন দেবশীষের সঙ্গে বাসুর বচসা বেধে যায়। অভিযোগ, দেবাশীষ আচমকা বাসু গায়েনের পেটের বাঁদিকে ধারালো ছুরি দিয়ে আঘাত করে। আক্রান্ত যুবককে চিকিৎসার জন্য প্রথমে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাসুদেবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত দেবাশীষ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে। আক্রান্ত যুবক বাসু গায়েন জানান, দেবাশীষ মণ্ডলের বাড়িতে ঝামেলা হচ্ছিল। সেই ঝামেলা ঠেকাতে গিয়ে তাঁর পেটে ছুরি চালিয়ে দেয় দেবাশীষ।

আক্রান্তের দাবি, তাঁরা দুজনেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। দু’জনের মধ্যে কোনও শত্রুতা ছিল না। অপরদিকে আক্রান্তের বাবা হারাপদ গায়েন বলেন, শুক্রবার সকালের দিকে গালিগালাজ করছিল দেবাশীষ মণ্ডল। ওকে ক্লাবে ডাকাও হয়েছিল। কিন্তু দেবাশীষ ক্লাবে আসেনি। রাতে ছেলে ওঁর বাড়িতে ঝামেলা মেটাতে গিয়েছিল। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে দেবাশীষ তাঁর ছেলের পেটে ছুরি চালিয়ে দেয়। ছেলে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

লিলুয়ার গোরু চুরিকাণ্ডে ধৃত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মাসের ৫ জানুয়ারি হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার সি রোডের বাসিন্দা দীপক রাই-এর অভিযোগের ভিত্তিতে গোরু চুরির এফআইআর দায়ের করা হয়। এলাকা থেকে পাওয়া সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে হাওড়া সিটি পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকরা ১১ জানুয়ারি নিউ দিঘা থেকে মোট ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে। চুরির কাজে ব্যবহৃত গাড়ি আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চুরি যাওয়া গোরু উদ্ধারের জন্য এবং অন্যান্য সহযোগীদের গ্রেপ্তার করতে ধৃতদের ১০ দিনের রিমান্ড প্রার্থনার সঙ্গে শনিবার আদালতে পেশ করা হয়।

গোরু চুরিকাণ্ডে ধৃত ব্যক্তিরা উস্তি থানার বাসিন্দা আজিজুল শেখ, কুলপির বাসিন্দা ইসমাইল শেখ, ডায়মন্ডহারবার এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত অধিকারী, যিনি ওই গাড়ির চালক ছিলেন। এছাড়াও ডায়মন্ডহারবার থানা এলাকার শিলাগড়-এর বাসিন্দা কুরবান আনসারি। রায়দিঘি থানা এলাকার কঙ্কনদিঘির বাসিন্দা দুরন্ত হালদার, সোনারপুরের বাসিন্দা রাজা খান, মগরাহাট এলাকার বাসিন্দা মুজাফর গাজি, বিষ্ণুপুর এলাকার বাসিন্দা সরাউল শেখ।

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় মোদির দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসায় সরব সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ধরিত্রীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক বৈঠকে যে মানদন্ডই নেওয়া হোক না কেন, ভারত এব্যাপারে তার নিজস্ব লক্ষ্যে অবিচল থাকবে। যে কোনও মূল্যে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে এব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করছেন।’ শনিবার ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞাননগরী কলকাতার সায়েন্স সিটিতে এক অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতকে। শেখাওয়াত বলেন, ‘গত এক দশকে ভারতে যে পরিমাণ বৃক্ষরোপন ও সবুজায়ন হয়েছে, সেই কাজ অত্যন্ত সফল হয়েছে। বিশ্বের খুব কম দেশ এরকম সাফল্য পেয়েছে। এই সাফল্যের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে আমাদের সকলকে অঙ্গীকার করতে হবে।’ সঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যহত হওয়ায় যে কেবল তাপমাত্রা বাড়ছে বা সমুদ্রতল উঠে আসছে, বা বৃষ্টিপাত কমছে বা অনিয়মিত বৃষ্টি হচ্ছে, তা নয়। ঋতুচক্র বদলে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এ জিনিস সমগ্র মানবসমাজকে প্রভাবিত করবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ২০২৫, ২৬ পৌষ, রবিবার

দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে কঠোর পদক্ষেপ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সামনের বছর অর্থাৎ ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন বঙ্গে। তবে তার প্রস্তুতি বোধহয় এখন থেকেই নেওয়া শুরু হয়ে গেল বাংলার শাসক শিবিরে। কারণ, মাঝে একটা মাত্র বছর। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে খুব একটা বেশি সময় নয়। অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপি তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। সদস্য সংগ্রহ অভিযানের মধ্য দিয়ে বোঝা হচ্ছে দলের ক্ষমতা। বসে নেই বাম শিবিরও। গত লোকসভা নির্বাচন থেকে তাঁদের যুবরা দলের হাল ফেরানোর চেষ্টায় নেমেছেন। লোকসভায় নির্বাচনের ফল শূন্য হলেও বঙ্গের এ প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটেও চলেছেন তাঁরা। করছেন জনসংযোগ। এমনই এক প্রেক্ষিতে শৃঙ্খলা প্রশ্নে কড়া তৃণমূল। কোনও অবস্থায় রেয়াত না করার নীতি নিয়েছে জোড়াফুল শিবিরও। অন্তত, গত একমাসের মধ্যে একগুচ্ছ পদক্ষেপ তারই ইঙ্গিত মিলছে। গত ২০২৪-এর ২৫ নভেম্বর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তিনটি শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি করে দিয়েছিলেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকে এক মাসে শৃঙ্খলা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানের মধ্যে দেখা গেছে, ২৬ নভেম্বর ২০২৪, মুখপাত্র পদ থেকে বাদ ঋজু দত্ত অরূপ চক্রবর্তী সুদীপ রাহা, কোহিনুর মজুমদার। ২৭ নভেম্বর ২০২৪, ভরতপুরের এমএলএ সংবাদ মাধ্যমের সামনে বেফাঁস মন্তব্য করায় হুমায়ুন কবিরকে শোকজ। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দেওয়ার নির্দেশ। ২০ ডিসেম্বর, দলের অধ্যাপক সংগঠনের সহ-সভাপতি মণিশঙ্কর মণ্ডলকে দল থেকে বহিষ্কার। একই সঙ্গে

বহিষ্কার করা হল দলের শিক্ষক নেতা প্রীতম হালদারকে। একই দিনে দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে টাকা তোলার অভিযোগে বড়বাজারের যুব তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তরুণ তিওয়ারিকে সাসপেন্ড। মালদার কাউন্সিলর খুনে অন্যতম অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারি যিনি দলের শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দল থেকে বহিষ্কার করা হল ৯ জানুয়ারি ২০২৫। ১০ জানুয়ারি ২০২৫ দল বিরোধী কাজের অভিযোগে দল থেকে সাসপেন্ড করা হল চিকিৎসক শান্তনু সেন এবং আরাবুল ইসলামকে। এর থেকে স্পষ্ট, দলের ভাবমূর্তি ফেরাতে কড়া বার্তা দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। যাদের ভাবমূর্তি দলের ভেতরে ও বাইরে ক্ষতিকারক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে দল। ফলে সাংগঠনিক রদবদলের ক্ষেত্রে এর যে প্রভাব থাকবে এটা বোঝাই যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে, মন্ত্রী শশী পাঁজা জানান, 'শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি যা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সেটা সকলকে মানতে হবে। আগামী বছর নির্বাচন আসছে। এদিকে দল ক্রমাগত বড় হচ্ছে। প্রশাসনিক কাজ অনেক হচ্ছে। শৃঙ্খলা রক্ষা দরকার। প্রশাসনিক কাজ বহু বেড়েছে। সকলে এক সঙ্গে যাতে সরকারের কাজ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, তার একটা ভূমিকা থাকে। শৃঙ্খলা রক্ষা থাকলে এই সব কাজ মসৃণ ভাবে হবে।'

সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের একশো দিনের কাজের টাকা না মেলা আর গত তিন বছর ধরে বাংলা প্রাপ্য একশো দিনের টাকা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনায় সল্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরের সামনে চলে বিক্ষোভ। আর এই বিক্ষোভে একের পর এক স্লোগান তুলে চাপ বাড়াতে দেখা যায় বিজেপির নেতাদের উপর।

এদিকে সূত্রে খবর, শনিবার বেলায় সল্টলেক সেক্টর ফাইভে বিজেপি অফিসের সামনে জড়ো হন পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি, শ্রমজীবী মহিলা সমিতি-সহ একাধিক সংগঠনের প্রায় ১০০ জন। 'তিন বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ কেন বিজেপি সরকার জবাব দাও' এই স্লোগান তোলা হতে থাকে এই জমায়েত থেকে। আর বিক্ষোভের কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্তও হতে থাকে। সেসময় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ওই অফিসের সামনে গিয়ে পৌঁছন। তাঁর উদ্দেশেও বিক্ষোভকারীরা স্লোগান তুলতে থাকেন। এই ঘটনায় সাময়িক মেজাজ হারাতেও দেখা যায় শমীক ভট্টাচার্যকে। বিক্ষোভকারীদের এই দাবি নিয়ে নবান্নে যেতে পালটা উপদেশ দেন তিনি। মনে করিয়ে দেন, এটা কোনও সরকারি দপ্তর নয়, এটা বিজেপির কার্যালয়। বিক্ষোভকারীদের এখানে কোনও রাজনৈতিক দল পাঠিয়েছে বলেও জানান তিনি। পুলিশ যদি বিক্ষোভকারীদের না সরায়, তাহলে তাঁরাই সরিয়ে দেবেন। এরপরেও বিক্ষোভকারীরা দমে না গিয়ে, আরও বেশি স্লোগানিং শুরু করে। সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা বিজেপি নেতৃত্বের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার দাবিও তোলেন।

বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হন। এরপরই বিক্ষোভকারীদের প্রতিনিধি হিসেবে পাঁচজন কথা বলার জন্য ভিতরে যান। সাংসদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পরে শমীক ভট্টাচার্য দপ্তরের বাইরে এসে কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান, এই দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবেন। কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে কী জানানো হয়, তা আগামী ৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানিয়ে দেবেন। এদিকে রাজ্যের তরফে অভিযোগ, কেন্দ্রের একশো দিনের কাজের টাকা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। তৃণমূল সরকার একাধিকবার এই বিষয়ে আবেদন করেছে কেন্দ্রের কাছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত একশো দিনের কাজের টাকা পেতে জোরালো দাবি তুলেছেন। তারপরেও কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রাপ্ত টাকা দেয়নি।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের লকার থেকে গয়না চুরি, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: মূল্যবান সম্পদ রাখতে ব্যাঙ্কের লকারকেই বাড়ির থেকে বেশি নিরাপদ মনে করেন সাধারণ মানুষ। অনেক সময় চেষ্টা করেও ব্যাঙ্কে লকার পাওয়া যায় না। আবার লকার ভাড়া বাবদ প্রতি বছর মোটা টাকায় আদায় করে ব্যাঙ্ক। তারপরেও ব্যাঙ্কের লকার সত্যি কতটা নিরাপদ, তা নিয়েই বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেল। কারণ লকার থেকে গ্রাহকের সোনা এবং হিরের গয়না চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কেরই মহিলা কর্মচারি। পার্ক স্ট্রিটের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা কর্মচারি পাশাপাশি চুরির ঘটনায় জড়িত থাকায় তাঁর দাদাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১.২৫ কোটি মূল্যের সোনা ও হিরের গয়না। বাজেয়াপ্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা নগদ, ল্যাপটপ, মোবাইল, বিলাসবহুল গাড়িও। আদালতে পেশ করা হবে ধৃতদের। তাঁদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে মরিয়া গোয়েন্দারা।

জানা গিয়েছে, বাড়তি নিরাপত্তার জন্য পার্ক স্ট্রিটের এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের লকারে প্রচুর গ্রাহক সোনা ও হিরের গয়না রেখেছিলেন। লকারের দায়িত্বে ছিলেন মৌমিতা শী নামে বছর ত্রিশের এক তরুণী। তিনি কসবার বাসিন্দা। শশী পাসরি নামে এক গ্রাহক নিজের গয়না আনতে গিয়ে তা না পেয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান। তা লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে যায় তদন্তের জন্য। তদন্তে নেমে মৌমিতার উপরই সন্দেহ গিয়ে পড়ে গোয়েন্দাদের। দিনকয়েক তাঁর উপর নজরদারি চালিয়ে গোয়েন্দারা বুঝতে পারেন, সর্ষের মধ্যেই ভূত! গোয়েন্দাদের দাবি, কসবার বাসিন্দা মৌমিতা ও তাঁর দাদা মিঠুন শী মিলে লকারের গয়না সরিয়ে তা দিয়ে বিলাসবহুল গাড়ি, দামি মোবাইল, আই ফোন, ল্যাপটপ, গয়না কিনেছেন। হাতে রেখেছেন বহু নগদ অর্থ। মৌমিতা ও মিঠুনকে কসবা এবং লেকটাউন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। চুরির পাশাপাশি গ্রাহকদের বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে মৌমিতা-মিঠুনের বিরুদ্ধে।

শিয়ালদা ফুড কোর্টে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা স্টেশনের ফুড কোর্টে আগুন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি। শনিবার বিকেল ৪টে নাগাদ শিয়ালদা মেট্রো স্টেশন লাগোয়া ফুড কোর্টে আগুন লাগে। সূত্রে খবর, নামী চাইনিজ রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে লাগে এই আগুন। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে।

শিয়ালদা স্টেশনের ফুড কোর্টে আগুন লাগায় অফিস ফেরত ট্রেনযাত্রীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়ায়। আর এই বিকেলের দিকে অফিস ফেরার সময়ে শিয়ালদা স্টেশন চত্বরে ভিড়ই থাকে। ফলে পড়ে হুড়োহুড়ি। শিয়ালদা স্টেশনে যে জায়গায় আগুন লাগে, সেখান থেকে দ্রুত আগুন ছড়াতে পারে এমনও আশঙ্কা করেন অনেকেই। এদিকে ওই ফুড কোর্টে একাধিক দোকান রয়েছে। রেস্তোরাঁ রয়েছে। ফলো সেখানে দাহ্য পদার্থ মজুত। দ্রুত আগুন ছড়ানোর আশঙ্কাও তৈরি হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এদিকে ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান দমকলকর্মীরা। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। তবে কীভাবে ফুড কোর্টে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হবে বলে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে। দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব না হলে বড় ক্ষয়ক্ষতি হত বলে মনে করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

শিয়ালদায় আগুন লাগার ঘটনায় পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বিকেল চারটেয় লাগে আগুন। আধঘণ্টা অর্থাৎ বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই তা নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। আর এদিন যে রেস্তোরাঁয় আগুন লেগেছিল তা থেকে শিয়ালদা স্টেশনের দূরত্ব অনেকটাই। ফলে এর প্রভাব ট্রেন চলাচলে পড়েনি। এমনকী এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবরও নেই।

বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়তে পথ দেখাচ্ছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুধুমাত্র ভারতেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী সংক্রমণে বহু শিশুর মৃত্যু হয়। সচেতন না হলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এমন সময় আসবে, যখন বেশ কিছু চেনা অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করবে না শরীরে। অসুখ প্রতিরোধী অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যক্ষমতা হারাবে। শক্তিশালী হয়ে উঠবে জীবাণুরা।

এদিকে সমীক্ষা বলছে, বিপজ্জনক ড্রাগ রেজিট্যান্স ব্যাকটেরিয়ার দলের আক্রমণে দেশে আইসিইউ-তে ভর্তি রোগীদের ৩৮ শতাংশ ১৪ দিনে মারা যান। আর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট বলছে, দুনিয়ার যে দশটি রোগ মানুষের জন্য বিপজ্জনক সেই তালিকায় রয়েছে এএমআর। চিন্তা আরও আছে। শুধু অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারই নয়, গবেষকরা বলছেন, বিভিন্ন গবাদি পশু এবং সবজি, প্রাণী, মাছ, এসব খাবারের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে শরীরে ঢুকছে ব্যাকটেরিয়া! আর এই বিপজ্জনক ড্রাগ রেজিট্যান্স ব্যাকটেরিয়ার দলকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলা হয় সুপারবাগ।

তবে এবার ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে দেশকে পথ দেখাতে চলেছে বাংলার গবেষণা সংস্থা। দেশের প্রথম জীবাণু সংক্রমণ গবেষণা সংস্থার হাব তৈরি হচ্ছে বাংলায়। নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসার সন্ধান দেবে এনআইআরবিআই। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে সমাধানের পথ বার করবে বাংলার গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এআইআরবিআই হবে দেশের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স হাব। দেশ থেকে আসা ব্যাকটেরিয়ার সিকোয়েন্স হবে বাংলায়। কী ধরনের প্যাটার্ন দেখা হবে, হবে স্টোরেজও।

দিদি সংকটে পড়লে দিল্লির দাদা তাঁকে উদ্ধার করেন: বামনেত্রী গার্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিপিআইএমের কাঁচরাপাড়া এরিয়া কমিটির ডাকে দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন চলছে লিচুবাগান আম্বেদকর বাজার কমিউনিটি হলে। শনিবার উক্ত সম্মেলনে হাজির হয়ে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে সেটিং তত্ত্বের দাবি করে বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, দিদি সংকটে পড়লে দিল্লির দাদা তাঁকে উদ্ধার করেন। অনুব্রত মন্ডল থেকে শুরু করে মদন মিত্র, মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ একে একে জামিন পেয়ে গেলেন। কয়েকদিন বাদে দেখবেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জামিন পেয়ে যাবেন। গার্গীর দাবি, চোর, ডাকাত, মস্তান, গুন্ডারা জেলে যায়। পরে তাঁরা আবার ছাড়াও পেয়ে যায়। প্রসঙ্গত, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল সরকার খুনের ঘটনায় ধৃত মালদহ শহর তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তেওয়ারি। তৃণমূলের তরফেই দাবি উঠেছে, ঘটনার পেছনে বড় মাথা আছে। যদিও সেই বড় মাথাকে পুলিশ এখনও পর্যন্ত পাকড়াও করেনি।এপ্রসঙ্গে বামনেত্রী গার্গীর দাবি, তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে মালদহে খুনের ঘটনা ঘটেছে। আসলে টাকার ভাগবাটোয়া এবং এলাকা দখল নিয়ে তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। যদিও খুনের ঘটনায় ছোট মাথা ধরা পড়েছে। কিন্তু ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের বড় মাথা। প্রসঙ্গত, আর জি কর কান্ডের রায়দান আগামী ১৮ জানুয়ারি। উক্ত ঘটনায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাইকে একমাত্র অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করেছে সিবিআই। এপ্রসঙ্গে বামনেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, আর জি কর ঘটনায় যেভাবে প্রমাণ লোপাট করা হল। যেভাবে বিচারের বাণীকে চাপার চেষ্টা করা হল। তাতে বিচার পাওয়াটাই এখন মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এতবড় ঘটনা কখনই একজনের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

বেপরোয়া গতির জেরে ফের দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের বেপরোয়া গতির জেরে শীতের সকালে দুর্ঘটনা কলকাতায়। পরপর পোস্টে, ডিভাইডারে ধাক্কা মেরে উল্টে গেল গাড়ি। এরপরই ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার সকালে গাড়িটি উল্টোডাঙা থেকে ই এম বাস ধরে এগোচ্ছিল। প্রবল গতিতে গাড়িটি যাচ্ছিল বলে জানাচ্ছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। যুবভারতী স্টেডিয়ামের ৫ নম্বর গেটের কাছে গাড়িটি আচমকা একটি পোস্টে ধাক্কা মারে। তারপরও এগোতে থাকে। এরপর ধাক্কা মারে রাস্তায় থাকা ডিভাইডারে। আর তাতেই উল্টে যায় গাড়িটি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িতে চালক সহ ২ জন ছিলেন। দুজনকেই আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় বসানো আছে স্পিডোমিটার। তারপরও নির্ধারিত গতি ছাড়িয়ে কীভাবে ছোটে গাড়ি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, গত নভেম্বর থেকে চলতি মাস অর্থাৎ জানুয়ারির মধ্যে শহরে গতির বলি হয়েছেন তিনজন। শুক্রবারেও বড়বাজারে ঘটে দুর্ঘটনা। মারা যান এক বৃদ্ধা। বারবার গতির বলি হতে হচ্ছে যাত্রী বা পথচারীকে। পুলিশ বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা আটকানো যাচ্ছে না।

নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরে গুলিবিদ্ধ মহিলা, ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিজের স্ত্রীকে গুলি করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার ভরসন্ধেয় চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিবদাসপুর থানার নৈহাটির রাজেন্দ্রপুর বটতলা এলাকায়। গুলি কাণ্ডে অভিযুক্ত মহিলার স্বামী মৎস্য ব্যবসায়ী মহেন্দ্র প্রতাপ ঘোষকে পুলিশ পাকড়াও করেছে। গুলিবিদ্ধ মহিলা চন্দ্রলেখা ঘোষ ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনা নিয়ে ধৃতের কাকা বাবলু ঘোষ জানান, ভাইপো তাঁর সার্ভিস রিভলবার অনেকদিন পরিষ্কার করেনি। এদিন ঘরের মধ্যে ভাইপো রিভলবার পরিষ্কার করছিল। সেইসময় ওর স্ত্রী ঘরে ঢোকে।

পরিষ্কার করার সময় রিভলবার থেকে একটা গুলি বেরিয়ে যায়। ভয়ে রিভলবার ফেলতে গিয়ে আরও দুটি গুলি বেরিয়ে যায়।

বাবলু বাবুর দাবি, একটা গুলি পায়ে লেগেছে। আরেকটি গুলি হাতে লেগেছে। আরেকটা গুলি বুক ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। গুলির ঘটনা নিয়ে নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে বলেন, পারিবারিক অশান্তির জেরে ওখানে গুলি চলেছে। শুনেছি নিজের স্ত্রীকে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়েছে মহেন্দ্র প্রতাপ ঘোষ ওরফে মাম্পা। বিধায়ক আরও বলেন, নীলু ঘোষ প্রখ্যাত মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁরই নাতি গুলি কাণ্ডে ধৃত মহেন্দ্র প্রতাপ। তাঁর দাবি, এর আগেও একবার ঘোষ বাড়িতে গুলিতে মহেন্দ্র প্রতাপের এক কাকার মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় মহেন্দ্র প্রতাপ-সহ এক মহিলা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। বিধায়ক জানান, ঘটনায় অভিযুক্তের রিভলবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

সেরে যাবে থ্যালাসেমিয়া, ছেলেকে নিয়ে পূণ্যভূমিতে ঘুরছেন মা

সিদ্ধার্থ সিংহ

বিশাল বড় একটা ফুড প্যাকেট আর সিল করা একটা জলের বোতল নিয়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন। যেখানে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানে বিপরীতমুখী বিশাল লম্বা দুটো লাইন দু'দিকে চলে গেছে। মাঝখানে এক-দেড় হাতের জায়গা। প্রথমে দেখে মনে হচ্ছিল লাইনটি বোধহয় ঘুরে ইউটার্ন নিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের এরকমই ছবি ধরা পড়ল গঙ্গাসাগর মেলায়। যারা শুধু চিকিৎসা বা লাগেজ রাখার ব্যবস্থাই করে না, সকাল দুপুর বিকেল রাতে খাবার বিলিও করে।

এক সময় এই মেলার মধ্যে অজস্র হোটেল বসত। তখন রেট ছিল সব দোকানে একই। সাত টাকায় পেট চুক্তি খাবার। এখন শহরাঞ্চলে দুপুরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে পাঁচ টাকায় ডিম-ভাত মিললেও পাঁচ-সাত টাকায় আসলে তেমন কিছুই হয় না। আমি যত দূর জানি, এই লাইন দুটোর একটি গিয়ে পৌঁছেছে আর্য্যসমাজ হাওড়ার আখড়ায় আর অন্য লাইনটি অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের আখড়ায়। সেখান থেকে দেওয়া হচ্ছে খিচুড়ি, খিচুড়ি ফুরিয়ে গেলে লুচি আর হালুয়া দেওয়া হবে। আর অন্য আখড়া থেকে বিলি করা হচ্ছে রুটি আর আলুর দম।

কিন্তু এই লোকটি এত বড় একটা খাবারের প্যাকেট নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কার জন্য?

জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম, গতকাল রাতে উনি এখান থেকে যাওয়ার সময় বছর ত্রিশের এক মহিলাকে দেখেছিলেন তাঁর সাত-আট বছরের একটি বাচ্চাকে নিয়ে লাইনের প্রথম দিকে বিভিন্ন লোককে কী যেন বলছেন। বলতে বলতে লাইনের একদম শেষ দিকে এসে পৌঁছেছেন। লাইনে দাঁড়ানো পুণ্যার্থীদের কী বলছেন উনি? জিজ্ঞেস করতেই সেই মহিলা বলেছিলেন, 'আমি সবাইকে বলছিলাম, আমাকে লাইনে ঢুকতে দিতে হবে না। শুধু আমার ছেলেটাকে একটু ঢুকতে দিন। ওর খুব খিদে পেয়েছে। ও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ও থ্যালাসেমিয়ার রোগী। কিন্তু কেউই ওকে লাইনে ঢুকতে দেয়নি।' কথা

বলে জানলাম, সুন্দরবনের গোসাবা সদর হাসপাতালে ছেলেকে দেখান। শুধু ডাক্তারের কাছে নয়, যাঁরা জাদুটোনা করেন, তুকতাক করেন, ঝাড়ফুঁক করেন, তাঁদের কাছেও ছেলেকে নিয়ে যান। এই রোগ থেকে ছেলেকে রেহাই দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে রকম আশানুরূপ কোনও ফল দেখতে না পেয়ে উনি তাঁর শেষ সম্বলটুকু হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন এই কপিল মুনির আশ্রমের উদ্দেশ্যে।

যে টাকা নিয়ে উনি এসেছেন, তা দিয়ে গাড়ি ভাড়া দিয়ে এসেছেন তো ঠিকই, বাকি টাকায় গাড়ি ভাড়া দিয়ে বাড়ি যেতে পারবেন কি না তার ঠিক নেই। সেটা নিয়ে উনি চিন্তাও করেন না। উনি এখানে মানত করতে এসেছেন কপিল মুনির কাছে, যাতে তাঁর ছেলে ভাল হয়ে যায়। কিন্তু খাবেন কী? তিনি নিজে না হয় না খেয়ে তিন দিন কেন, পাঁচ দিনও কাটিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ছেলে! ছেলে তো খিদে সহ্য করতে পারে না। তাই গঙ্গাসাগরে আসার পর থেকেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যে খাবার বিলি করে, সেখান থেকে খাবার সংগ্রহ করেন। শনিবার সাগরে স্নান করতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেছে। এসে দেখেন এত লম্বা লাইন। তাই তিনি ছেলের জন্য একে তাকে ধরছেন। যাতে ছেলে একটু আগে খাবার পায়। ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে তো! কিন্তু আপনি এখানে খাবারের প্যাকেটে আর জলের বোতল নিয়ে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কথায় কথায় জানতে পারলাম, ওঁর নাম দিবাকর বাগচী। বাঘাযতীনে থাকেন। পিএইচইডি-র উচ্চপদস্থ কর্মচারী। এসেছেন সরকারি পরিদর্শক হয়ে। সকাল আর বিকেলের স্ন্যাকস ছাড়াও দু'বেলা এত বড় খাবারের প্যাকেট পান যে, তার চার ভাগের এক ভাগও খেয়ে শেষ করতে পারেন না। ফেলে দিতে হয়। বললেন ওই ছেলেটি আর তার মাকে দেখে ফিরে যাওয়ার পর কাল রাতে আমি আর কোনও খাবার মুখে তুলতে পারিনি। সকালে যে ব্রেকফাস্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে দুপুরে আমার না খেলেও চলে। তাই লাঞ্চের প্যাকেটটা নিয়ে আমি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি, যদি ওই ছেলেটো আর তার মাকে দেখতে পাই! তাদের দেখতে না পেলেও ওই রকম যদি কাউকে দেখতে পাই তাদের হাতেই নাহয় তুলে দেব এই প্যাকেট।

ব্লু-লাইনে মেট্রোর নতুন পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যর কথা মাথায় রেখে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ ১৩ জানুয়ারি সোমবার থেকে সকাল এবং সন্ধ্যার ব্যস্ত সময়ে নোয়াপাড়া এবং কবি সুভাষের মধ্যে ১৪টি অতিরিক্ত পরিষেবা চালু করতে চলেছে। শনিবার একটি বিজ্ঞপ্তির দ্বারা এমনটাই জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রো কর্তৃপক্ষ আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকে শনিবার ব্লু লাইনে পরিষেবার সময়সূচি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩ জানুয়ারী সোমবার থেকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ১৪টি অতিরিক্ত পরিষেবা চালু করা হচ্ছে। যার মধ্যে ৭টি আপ এবং ৭টি ডাউন নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষের মধ্যে সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা এবং সন্ধ্যায় ৫ টা থেকে রাত্রি ৮ টা অবদি ব্যস্ত সময়ে চালানো হবে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের আশা এই সিদ্ধান্ত মেট্রো যাত্রীদের জন্য উপকারী হবে এমনটাই। তাই সোমবার থেকে যাত্রীরা সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা অবধি এবং সন্ধ্যায় ৫ টা থেকে রাত্রি ৮ টা, এই ব্যস্ত সময়ে দমদম এবং কবি সুভাষের মধ্যে ৬ মিনিট অন্তর মেট্রো পরিষেবা পাবেন। কবি সুভাষ থেকে সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১ টা অবধি এবং সন্ধ্যায় ৫ টা থেকে রাত্রি ৮ টা, এই ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিট অন্তর মেট্রো পরিষেবা চালানো হবে। প্রথম ট্রেন সকাল ৬৫০ মিনিটে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (পরিবর্তন হয়নি)। সকাল ৬৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন হয় নি)। সকাল ৬৫৫ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (পরিবর্তন হয় নি)। সকাল ৬৫৫ মিনিটে মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন হয়নি)। শেষ ট্রেন, রাত ৯৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর (পরিবর্তন হয় নি)। রাত ৯২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ (পূর্বে রাত ৯৩৩ মিনিটে ছিল)। রাত ৯৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম (পরিবর্তন হয় নি)। এছাড়াও বিশেষ রাতের মেট্রো পরিষেবা ব্লু লাইনে কবি সুভাষ এবং দমদম স্টেশন থেকে রাত ১০৪০ মিনিটে যথারীতি সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধ লাগানোর চেষ্টা করছে: শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের বর্তমান সরকার পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করছে। শনিবার কলকাতা পৌর সংস্থায় একটি স্মরণ সভা অনুষ্ঠানে এসে এই অভিযোগ করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূলের শ্রমিক নেতা ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিন বলেন, ইউনূস সরকার নিজেই একটা ভালো জায়গায় নেই। তারা তাদের দেশের মানুষের আস্থা হারাচ্ছে। তাদের অনাস্থার মুখ ঘোরানোর জন্য তারা উগ্রপন্থীদের দিয়ে উস্কানি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। শোভন দেব বাবু বলেন, আমাদের সীমায় যদি আমরা কাঁটা তাঁরের বেড়া দিই তাদের কি? আমরা তো তাদের জমিতে গিয়ে তো কিছু করছি না। এদিন তিনি অভিযোগ করে বলেন, যে বাংলাদেশের ঘটনায় কিছু কিছু দেশের ইন্ধন আছে বলে আমার মনে হয়। তার দাবি বাংলাদেশের ঘটনায় ভারত সরকারকে আরো পজিটিভ পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে রবিঠাকুর ব্রাত্য, কারণ তিনি হিন্দু, সর্বোপরি ‘ইন্ডিয়া’র কবি, এ কোন পৃথিবী

‘হিন্দু বাঙাল’ হওয়াটা সব সময়েই আতঙ্কের ও অপমানের। এই অপমান যে শুধু দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি ফেলে অন্য দেশে কোনও ক্রমে বাঁচার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা নয়। বাঙালদের উপর সামাজিক অন্যায়ও বিস্তৃত অনেক গভীরে। অনেক ক্ষেত্রে এই দেশে হিন্দু বাঙালিদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা সামাজিক বয়কটের থেকে কিছু কম ছিল না। যেমন তখনকার বাঙালি বলতে দুধে-ভাতে বাঙালি যাঁদের বলি, তাঁরা ছিলেন উঁচুতলার মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা পরিবারের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিয়ে তো দূর, মিশতে পর্যন্ত দিতেন না। হয়তো কলোনি লাগোয়া কোনও এ-দেশীয় ধনীর বাড়ি অনুষ্ঠান হচ্ছে, পাশের কলোনির লোকের কিন্তু নিমন্ত্রিত হওয়ার অধিকার ছিল না। এক অদৃশ্য সামাজিক দেওয়াল সব সময় তোলা থাকত; ওরা তো ‘উদ্বাস্তু’! আজ হয়তো সমাজ বদলেছে কিন্তু এই সব বেদনাদায়ক স্মৃতি এই দেশের মানুষদেরই দেওয়া। এখন প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর আছে, মাথার উপর ছাদ হচ্ছে। তখনকার সরকার কী করেছিল? এক চিলতে দরমার ঘরে ৭-৮ জনের বাস। আর জীবিকা? হয় বিড়ি বাঁধা নয়তো মজুর খাটা। এটাই ছিল তখনকার ভারতীয় নেতাদের দান। বিগত কয়েক বছর যাবৎ আবার হঠাৎ করেই ও পার বাংলায় হিন্দু বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। পুজোয় মূর্তি ভাঙা, মন্দিরের ক্ষতিসাধন-সহ হিন্দু মেয়েদের উপর শারীরিক নির্যাতন, ধর্মান্তরণ; কোনও কিছুই বাদ যায় না। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো ছাত্র আন্দোলন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে জামায়াতে নামে এক মূর্তিমান বিভীষিকা বাংলাদেশে হিন্দুদের জীবন নতুন করে বিপন্ন করে তুলেছে। এক জন হিন্দু ধর্মগুরু বিনা বিচারে মাসাধিক কাল ধরে বন্দি, তাঁর হয়ে কোনও উকিল আদালতে সওয়াল করতে পারছেন না। প্রতিনিয়ত প্রকাশ্যে হুমকি, মার, কী নেই? ইউনূস সরকার চোখে ঠুলি পরে আছে। কুষ্ঠিয়া, রংপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, ঢাকা সব জায়গায় হিন্দুরা আক্রান্ত। এই বাংলাদেশে রবিঠাকুর ব্রাত্য। কারণ, তিনি হিন্দু, সর্বোপরি ‘ইন্ডিয়া’র কবি। এ কোন পৃথিবীতে বাস করছি আমরা? দরকার সে দেশের রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ, কিন্তু কোথায় সেই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ?

শব্দবাণ-১৫৯

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

ছক ভুল মুদ্রণের জন্য পুনরায় ১৫৯ নং দেওয়া হল। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী।

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. মজা ৩. অজুহাত, ছল ৫. বেজি ৬. তির-এর সঙ্গী ৭. আধা ৯.জাতি, সম্প্রদায় ১১. কাজের চাপ ১২. সমূহ, সংঘ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. নিজ ২.জবর — ৩. মেডিসিন ৪. হিন্দুদের এক পদবি ৭. বেআইনি ৮. গণ্ড, গাল ৯. সমর্থ ১০. সোজা নয়।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫৮

পাশাপাশি: ২. দুঃসময় ৩. কপালজোর ৬. তবিলদার ৭. সংযোজনা।

উপর-নীচ: ১.পরিগণিত ২. দুধকমল ৪. লঙ্গরখানা ৫. রহস্যালাপ।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি

১৯৫৮ *বিশিষ্ট অভিনেতা অরুণ গোভিলের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অজয় মাকেনের জন্মদিন।*
১৯৭২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধির জন্মদিন।*

যুব শক্তির ক্ষমতায়ন: বিকশিত ভারত তরুণ নেতৃত্ব সংলাপ ২০২৫

ডঃ মনসুখ মাণ্ডভিয়া
(কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী)

২০৪৭-এ ভারত স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপনের দিকে এগোচ্ছে। বিকশিত ভারত নির্মাণের মিশনে সামনের সারিতে রয়েছেন আমাদের তরুণরা। কোনোরকম রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছাড়াই ১ লক্ষ তরুণকে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার যে ডাক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন, তাকে সামনে রেখে আমরা জাতীয় যুব উৎসবে অনন্যসাধারণ কিছু করতে চলেছি। এবারের উৎসবের বিষয়বস্তু হল, ‘বিকশিত ভারত তরুণ নেতৃত্ব সংলাপ ২০২৫’। এই সংলাপ শুধুমাত্র একটি ঘটনা নয়, এটি একটি মুহূর্ত, তরুণদের ক্ষমতায়ন, নেতৃত্বের প্রাণবন্ত উদযাপন এবং ‘বিকশিত ভারত’-এর জন্য দেশের ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যকরী চিন্তাভাবনা।

জাতীয় যুব উৎসবে নব ভাবনা

গত দু-দশকের বেশি সময় ধরে জাতীয় যুব উৎসব সাংস্কৃতিক বিনিময় ও তরুণদের প্রাণশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। যদিও এ বছর আমরা এই উৎসবকে ভিন্নভাবে পালনের কথা ভাবছি। ২০২৪-এর ১৮ নভেম্বর আমরা এই উৎসবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, উদ্ভাবন এবং দেশ গড়ার কাজকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখার কথা ঘোষণা করেছিলাম।

কেন্দ্র বিকশিত ভারতের চ্যালেঞ্জকে নতুন রূপ দিচ্ছে। ভারতের উজ্জ্বলতম শক্তিকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ৩ ধাপে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। মেধা, অন্তর্ভুক্তি ও স্বচ্ছতার পাশাপাশি, ভৌগোলিক বা অন্যান্য অবস্থান নির্বিশেষে এই উৎসবে প্রত্যেককেই সমান সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রথম ধাপে বিকশিত ভারত ক্যুইজ অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩০ লক্ষের বেশি তরুণ অংশ নেবেন। ১২টি ভাষায় অনুষ্ঠিত এই ক্যুইজে গত এক দশকে ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান যাচাই করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহ দিতে বিকশিত ভারত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্থায়িত্ব, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভারতকে বিশ্ব ক্রীড়ার শক্তিকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সহ ১০টি বিষয়ের ওপর ২ লক্ষের বেশি প্রবন্ধ জমা পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা এইসব প্রবন্ধের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণমূলক ভাবনা ও তরুণদের স্বকীয়তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকশিত ভারত ভিশন ডেক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এতে রাজ্যস্তরের সেরা প্রতিযোগিতা অংশ নেবেন। এতে বিশেষজ্ঞদের সামনে নিজেদের উদ্ভাবনমূলক ভাবনা তুলে ধরবেন তরুণ নেতৃত্ব। সেইসঙ্গে স্থানীয় স্তরে কাজ করার সময় তরুণ ভারতীয়দের আন্তর্জাতিক ভাবনার সক্ষমতা যাচাই করা হবে।

এই পর্বগুলির মাধ্যমে নমনীয়তা ও দৃঢ়তার অনুপ্রেরণামূলক কাহিনী তুলে ধরা হবে। বিকশিত ভারত-একটি ভারতের ভাবনাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চল থেকে রাজস্থানের গ্রাম এবং গুজরাট থেকে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী শহর, আমরা তরুণ নেতৃত্বকে সামাজিক বাধা, লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিবন্ধকতা কাটাতে দেখেছি।

মহা সংলাপ: একটি ঐতিহাসিক সমাবেশ

১০ জানুয়ারি ২০২৫-এ নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে শুরু হবে বিকশিত ভারত তরুণ নেতৃত্ব সংলাপ। এই ঐতিহাসিক সমাবেশে যোগ দেবেন ৩০০০ অংশগ্রহণকারী। এতে অংশগ্রহণ করবেন ১৫০০ জন প্রতিযোগী। এর মধ্যে রয়েছে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে সেরা ৫০০টি দল, ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরবেন ১০০০ অংশগ্রহণকারী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা ৫০০ জন অংশগ্রহণকারী।

অংশগ্রহণকারীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও সাংসদসদের সঙ্গে একটি বিশেষ নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে তরুণদের উচ্চাকাঙ্খার সঙ্গে সরকারি নীতি নির্ধারণের বিষয়ে ঘরোয়াভাবে মতবিনিময় হবে।

১১ জানুয়ারি এই মতবিনিময় বিশেষ গতি পাবে। সেদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, জাতীয় আইকন, চিন্তাবিদ এবং উদ্ভাবকরা। ১০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে, তাতে যোগ দেবেন বিশেষজ্ঞরা।

সন্ধ্যায় হবে ‘বিকশিত ভারতের রংদ নামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে ভারতের ঐতিহ্য এবং যুব শক্তির অসীম সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে। এই দিনটিতে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটবে।

জাতীয় যুব দিবস: বিকশিত ভারতের জন্য একটি ভাবনা

১২ জানুয়ারি উৎসবের শেষ দিন। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দিনটিকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর কাছে এটি হবে একটি স্মরণীয় মুহূর্ত। ১০টি সেরা ভাবনা সেদিন সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যা তাঁদের প্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন আলোচনায় প্রশাসন ও নীতি নির্ধারণে তরুণদের যুক্ত করার লক্ষ্যে ভারতের অঙ্গীকারের ওপর জোর দেওয়া হবে। অংশগ্রহণকারীরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য বিখ্যাত নেতাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পাবেন। এই দিনে থাকছে একটি প্লেনারি সেশনও, যার নেতৃত্বে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নিজে। এই পর্বে উন্নত ভারত নির্মাণে ভারতের তরুণদের রূপান্তরমূলক ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিকশিত ভারত তরুণ নেতৃত্ব সংলাপ এর মান, প্রভাব এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকতার জন্য বিশেষত্ব লাভ করেছে। বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা থেকে শুরু করে ফলপ্রসূ ভাবনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, এই উদ্যোগ তরুণদের ক্ষমতায়নে সরকারের অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উদ্ভাবনমূলক ভাবনা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সরাসরি আলাপচারিতার সুযোগ এবারের যুব উৎসবকে এক অন্য মাত্রা প্রদান করবে।

প্রগতিশীল সমাজ ও দেশ গঠনে বিবেকানন্দের সমন্বয়ী ভাবনা

শান্তনু রায়

ভারত চেতনার মূর্ত প্রতীক চিন্তানায়ক স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষকে একটি নেশন বা জাতি গণ্য করে বলেছেন-প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বযুগেই মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা জাতির প্রাণ-কেন্দ্র ছিল, রাজনীতি নয়।

উল্লেখ্য এদেশ সম্পর্কে সবিশেষ ঔসুক্যে আগত জাপানী শিল্পী ও গবেষক ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল — ‘যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও , বিবেকানন্দকে জানো,তাঁর মাঝে কোন নেতিবাচক নেই, সবই ইতিবাচক’।

পাশ্চাত্য দর্শনে কৃতবিদ্য বিবেকানন্দের জীবনদর্শন মুখ্যতঃ মানবকেন্দ্রিক যার ভিত্তি হয়ত বা গুরু রামকৃষ্ণের ‘যত মত তত পথ’ বাণী। আস্তিক হলেও আচার বিচার সর্বস্ব ধর্মে আস্থাহীন তিনি ছিলেন ধর্মের নামে কুসংস্কার ও কপটতার তীব্র বিরোধী। বাইরে থেকে বা পশ্চিম থেকে ভারতের কিছু গ্রহণ করার কিছু নেই এমন অন্ধ গোঁড়ামিতে তাঁর সায় ছিল না। তবে বিবেকানন্দ মনে করতেন যে ভারতের ভূমিকা হতে হবে কেবল নয় গ্রহীতার, বিপুল আধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী দাতারও। সমতা ও সাম্যের ভিত্তিতে হতে হবে এই দেওয়া-নেওয়া। এই নিরিখে রামমোহনের সাথে তাঁর কিঞ্চিৎ মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ছিল এ সুগভীর প্রতীতি, ভারত আবার উঠিবে, কিন্তু জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে; বিনাশের জয় পতাকা লইয়া নয়, শান্তি ও প্রেমের পতাকা লইয়াখখ। তিনি ভবিষ্যত বাণী করেছেন — ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবেখখচিরকাল শিষ্য থাকিলে চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে। এখনো শত শতাব্দী যাবৎ জগতকে শিখাইবার জিনিস তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন তাহাই করিতে হইবে।

বলিষ্ঠ নির্ভীক ভারতের উত্থানের স্বপ্ন যেমন তাঁর ধ্যানে ছিল,তেমনই ছিল চিন্তাশীল কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু উদার এক ভারতীয় সমাজ গঠনের লক্ষ্য।রোমাঁ রোলাঁর ভাষায়-ভারসাম্য ওসমন্বয়,এই দুটি কথারমধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন-প্রতিভাকে সংক্ষেপে প্রকাশকরা যায়।...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।

বাংলার উত্তর নবজাগরণ পর্বে উত্তর কোলকাতার শিমুলিয়ার (সিমলে পাড়া) এক প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে ভূমিষ্ঠ (১২ই জানুয়ারী ১৮৬৩) কিশোর নরেনের এটর্নী বাবা বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় আসা মুসলমান মক্কেলের কাছ থেকে নিয়ে সোৎসাহে মিষ্টি খাওয়া কিংবা সেখানে আসা বিভিন্ন জাতের এবং ধর্মের লোকেদের জন্য পৃথক পৃথক হুঁকোর ব্যবস্থা জেনে কিভাবে ‘জাত যায়’ পরখ করার কৌতূহলে প্রতিটি হুঁকোয় টান দেওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়েই জাতি-ধর্ম ভেদ প্রথার মত কুসংস্কারের প্রতি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খালিপেটে যে ধর্ম হয়না তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের অভিজ্ঞতায়। বাস্তবিক তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান,উঁচু-নীচু, দলিত-ব্রাহ্মণে কোন ভেদ ছিল না।এ লক্ষ্য করা গেছে ১৮৯৮ এ কোলকাতায় মহামারী প্লেগের সময়ও, যার থাবা থেকে রেহাই পায়নি ঠাকুরবাড়িও, অগণিত বস্তিবাসী আর্তদের নিরলস সেবাকালে। তিনি চেয়েছিলেন ‘মানুষ’-যথার্থ মানুষ ,খাঁটি বলিষ্ঠ,আদর্শে অবিচলিত।কারণ জনসাধারণের যথোচিত সেবা করে তাদেরকে সর্বতোভাবে ‘মানুষ’ করে তোলাই জরুরি দেশের মুক্তির জন্য।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বার্তা দিতে আজ থেকে প্রায় একশ ছাব্বিশ বছর আগে মাদুরাইয়ে এক সভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেছিলেন— ‘...মহাসাগরের মতন অতল, আকাশের মতন অসীম হৃদয়ই আমাদের প্রয়োজন। বিশ্বে কোন দেশ হতে পারেনি এমনভাবে প্রগতিশীল হতে হবে। সাথে সাথে ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসী ও রক্ষণশীল হতে হবেদযা আজও প্রাসঙ্গিক।

শিকাগোর ধর্মমহাসভায় তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করলেও আসলে ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী দর্শনকে, ধর্মীয় সহনশীলতাকেই উপস্থাপন করেছেন। দেশপ্রেম এবং মানবসেবার সাথেসাথে দেশ গঠনের পরিকল্পনা ও সমাজ বিজ্ঞানের সুগভীর বিশ্লেষন তাঁর চিন্তনে সর্বদা ছিল।তাঁর রচনাবলীর তন্নিষ্ঠ পাঠে মুগ্ধ ও ঋদ্ধ হতে হয় মাত্র ৩৯ বছরের স্বল্পায়ু জীবনের সুগভীর পাণ্ডিত্য,প্রজ্ঞা এবং মনীষার অনুভবে।

দ্রষ্টা বিবেকানন্দের মননে ভারত চিন্তার রূপটি স্থান

করে নিয়েছিল এভাবে — ...আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষেহিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি, ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত দৈন্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া...মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছেন।

তাই তো তার প্রতীতিতে ছিল— ‘নতুন ভারত বেরুবে লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা-মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে কারখানা থেকে, হাট থেকে বাজার থেকে’।

সমাজ বিপ্লবের দিশারী তিনি -বারংবার বলেছেন- ‘আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশদ। আর ব্যক্তিত্ব বিকাশের শর্তই হল স্বাধীনতা।‘সারভাইবাল অব দি ফিটেস্ট’ তত্ত্বের সমালোচনায় তিনি বলেন-ত যাহারা বলেন,অজ্ঞ বা গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ন অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে , তাহারা একথা কি সমাজের কল্যানের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া।... সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না,এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত !

দেশের মুক্তি আন্দোলনেও স্বামী বিবেকানন্দের গভীর প্রভাব ছিল । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিন বছরকাল পূর্বে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলেও বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছেন দেশে বিপ্লবী যুবকদের তিনি অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে সম্বোধন করতেন। বঙ্কিমের আনন্দমঠ ছিল যেমন স্বদেশীদের কাছে এক অবশ্যপাঠ্য, তেমনই স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবক বিবেকানন্দের বাণী সম্বলিত গ্রন্থরাজিও।যাদুগোপাল লিখেছেন — স্বদেশিযুগে বিপ্লবী দেশ-প্রেমিকদের আস্তানা সন্ধান করে অনেক সময়ই পুলিশ বোমা, গোলাবারুদ, বন্দুক-পিস্তল ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে খুঁজে পেত স্বামীজীর ‘বর্তমান ভারত’ , ‘ভাববার কথা’, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ পত্রাবলী প্রভৃতি। এই সব কারণেই রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনও ইংরেজের সন্দেহভাজন হয়েছিল এক সময়। কড়া নজর ছিল পুলিশের রামকৃষ্ণ মিশনের উপর। পুলিশ সার্চ করে বিপ্লবীদের কাছে সব জায়গায় স্বামীজীর বই পেয়েছে। এমন বিপ্লবী ছিল না যার বাড়িতে স্বামীজীর কোন না কোন বই ছিল না।

প্রসঙ্গত ১৯০১ সালের ১৩ই এপ্রিল ঢাকাতেই অল্পক্ষণের জন্য হলেও স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করতে পেরেছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ ও বন্ধুবৃন্দ। তখন তিনি বলেছিলেন — ভারতকে প্রথমে রাজনৈতিক ভাবে স্বাধীন হতে হবে। পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।

আবার বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশি আন্দোলনের কালে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীও আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন- ‘ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। অথচ জাতি হিসেবে বিবেকানন্দে ইংরেজদের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন যে স্বামীজীর আত্মা তাকে আলিপুর জেলে আধ্যাত্মিক চেতনার উচ্চ স্তরের বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার জন্য তাকে দেখতে এসেছিল। তাঁর নিজের কথায় ,এটি সত্য যে আমি বিবেকানন্দের কণ্ঠস্বর ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছিলাম — জেলখানায় একপক্ষ কাল ধরে আমার সাথে তার কথা হয়েছিল।

ভারতের পুনরুত্থানকল্পে বিবেকানন্দের অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীজাতির মুক্তি। তাঁদের জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে ভাবিত বিবেকানন্দেতি ছিল যদি নারী ও পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত নাহয়,তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়,কারণ ‘একপক্ষ পক্ষীর উথ্থান সম্ভব নয়’।

উনবিংশ শতকে নারীজাগরণের যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল তা পূর্ণতা লাভ করে স্বামীজীর চিন্তাধারার মধ্যে। সতীদাহ প্রথা রদ করতে রামমোহনকে এবং তদপরবর্তীতে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে যে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, আজ তা সর্বজনবিদিত।

তবে সে সময় থেকেই নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার অধিকার অনুভূত হতে থাকায় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার পত্তন হয়।

তবে পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য আদর্শে প্রভাবিত মুষ্টিমেয় হিন্দু ও খ্রীষ্টান মিশনারিদের পরিচালিত পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণে সে স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল সমাজের একাংশের মধ্যে এবংএতে কিছু অবাঞ্ছিত সমস্যাও হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের সেই প্রচেষ্টার সমর্থক বিবেকানন্দ একথাও বলেছিলেন-দেশে নূতন আইডিয়ার (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কতকগুলি লোক ঐভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন খারাপ হয়ে যায় ।তাতে বিরাট সমাজের কি আসে যায়?

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই নারীকে সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন প্রধানত বিধিবদ্ধ আইন প্রনয়ণের দ্বারা।বিবেকানন্দ কিন্তু আরও গভীরে গিয়ে নারীদের সমস্যাটিকে উপস্থাপিত করলেন ও তাদের স্বাবলম্বী করতে সচেষ্ট হলেন। কতগুলি আইনের সাহায্যে নারীদের বিশেষ সুবিধা প্রদানই তাঁর কাছে সব ছিলনা। তৎকালীন ভারতের জনসাধারণ ও নারীদের শোচনীয় অবস্থা পরিস্ফুট হয় তাঁর বিভিন্ন পত্রে যেখানে তিনি বলেছেন-শত শত যুগব্যাপী মানসিক,স্নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমা-স্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা নারীকে সন্তান ধারণ করিবার দাসীস্বরূপা করিয়া ফেলিয়াছে এবংজীবন বিষময় করিয়া তুলিয়াছে...আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্রবলি। তার ফল-আমরা পশু,দাস,উদ্যমহীন দরিদ্র...। তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না। নারীদের দুরবস্থার কারণ বিশ্লেষন করতে গিয়ে তিনি আরও বলেছিলেন— নারীদের সমস্যা সমাধানে পুরুষেরা তাদের মতামত ও চিন্তাধারা নারীদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।তিনি চাইলেন নারীরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করুক। যাতে পুরুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে ত্যাগী শিক্ষিতা নারীদের নেতৃত্বে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারে সেজন্য চাইলেন যথার্থ শিক্ষার উদ্বোধন। তাঁর সুগভীর প্রতীতি ছিল যে শিক্ষার এক অত্যাশ্চর্য আপন শক্তি আছে এবং শিক্ষাই একমাত্র সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম, কিন্তু সে শিক্ষা পুথিসর্বস্ব বা নিছক আক্ষরিক নয়।

একথা সত্য যে স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পার হওয়ার পথে বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ ও অনুভবের নারীসমস্যার অনেকটাই সময়ের সঙ্গে আজ যেমন অন্তর্হিত তেমনই নতুনতর বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায়। তাই বাস্তবিক বর্তমান সময়ে আবিশ্বে ধর্ম নিয়ে মাতামাতি , ধর্মের নামে হানাহানি অসহিষ্ণুতা ও নারীর প্রতি ক্রমবর্ধমান অসম্মান অপরাধের প্রেক্ষিতে বিবেকানন্দকে সঠিকভাবে জানা এবং তাঁর চিন্তন-চর্চা ও অনুশীলন অত্যন্ত জরুরি,পৃথিবীতে এক সুন্দর সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতেও।

মেদিনীপুর হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর তদন্তে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শুক্রবার ভুল চিকিৎসায় এক প্রসূতির মৃত্যুর পর আরও একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ভুল চিকিৎসার ফলে এইচডিইউতে রয়েছেন আরও ৩ প্রসূতি। চরম উদ্যোগে রয়েছে তাদের পরিবার। যেকোনো সময় খারাপ খবর আসতে পারে এমন আশঙ্কায় হাসপাতাল চত্বরে কেঁদে চলেছেন পরিবারের লোকেরা। কারণ রোগীরা সামান্য সাড়া দিলেও তাদের প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে আসেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। বেলা এগারোটা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে পৌঁছে তারা হাসপাতালের সুপার, প্রিন্সিপাল চিকিৎসক, নার্স এবং মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই সময় বৈঠক স্থলের বাইরে বাম- কংগ্রেসের প্রতিবাদ বিক্ষোভে উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। তবে বৈঠক শেষে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কোনো কথা খোলাসা করেননি স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে মেদিনীপুর হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে বেশ কিছু গর্ভবতী মহিলার সিজারের পর তাদের স্যালাইন ও ওষুধ দেওয়া হয়। এরপর থেকেই ৫ জন প্রসূতির শারিরীক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে শ্বাসকষ্ট ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। রোগীদের পরিবারের লোকেরা বারবার নার্সদের কাছে জানতে চাইলে তারা অপারেশন কিংবা ওষুধে সমস্যা থাকতে পারে বলে জানান। রোগীদের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকলে চারজনকে সিসিইউতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে শুক্রবার ভোরে গড়বেতার বাসিন্দ মামনি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। মামনির একটি পুত্র সন্তান হয়েছিল। বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বড় ধরনের কিছু ভুল হয়েছে। চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা বাড়তে থাকলে পুলিশ বাহিনী দিয়ে হাসপাতাল চত্বর মুড়ে ফেলা হয়। ভর্তি থাকা বাকি রোগীদের নিয়ে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে। হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় ১ প্রসূতির মৃত্যু এবং আরো কয়েকজনের আশঙ্কাজনক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের বড় একটি টিম ঘটনার তদন্তে আসেন। হাসপাতালের সিনিয়ার চিকিৎসক , প্রিন্সিপাল মৌসুমি নন্দী, সুপার জয়ন্ত রাউত, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গীদের নিয়ে তিন ঘণ্টা বৈঠক করেন। পরে স্বাস্থ্য কর্তারা সিসিইউতে থাকা রোগীদের দেখতে যান।

তদন্তে আসা ডাঃ আশিস বিশ্বাস বলেন, এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। স্যালাইন সহ যে সমস্ত ওষুধ ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলির নমুনা নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে। পুরো পরিস্থিতি নজরে রয়েছে। এসএসকেএম- এর হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সরোজ মণ্ডল বলেন, এখানকার চিকিৎসকেরা দক্ষতার সঙ্গে পুরো বিষয়টা থেকে উদ্ধার করার চেষ্ট করছেন। রোগীও চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। এর বেশি এখনই বলা যাবে না।

রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধ দম্পতিকে ছুরির কোপ, মৃত ১, আশঙ্কাজনক স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে বৃদ্ধ দম্পতিকে এলোপাথাড়ি ছুরির কোপ চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যার জেরে মৃত্যু হয় বৃদ্ধের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃতের স্ত্রী। খুনের কারণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। থমথমে রয়েছে এলাকা। শুক্রবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হরিশচন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কুশলপুর গ্রামে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জসিমুদ্দিন (৭০), গুরুতর জখম স্ত্রী সাহানা বিবি (৫৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে বৃদ্ধ ওই দম্পতি বাড়ির বারান্দায় ঘুমাচ্ছিলেন। গভীর রাতে তাদের বাড়িতে দুষ্কৃতী ঢুকে। ছুরি দিয়ে দুইজনকেই একাধিকবার কোপানো হয়। দম্পতির আর্ত চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসে। ততক্ষণে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। প্রতিবেশীরা এসে রক্তাক্ত অবস্থায় বৃদ্ধ দম্পতিকে উদ্ধার করে। নিয়ে যাওয়া হয় চাঁচল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় জসিমুদ্দিনের। স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল রেফার করা হয়েছে। পুরনো কোনও শত্রুতা নাকি আর্থিক লেনদেন থেকে এই ঘটনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

পুলিশকে অভিযোগে মৃতের এক ভাই হাসিবুর রহমান জানিয়েছেন, জসিমুদ্দিনের এক মেয়ের কয়েক বছর আগে বিয়ে হয়েছিল। তার জামাই রুবেল হোসেন মেয়ের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল বলে সোনামণি খাতুনকে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে আসেন জসিমুদ্দিন। এরপর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্বশুরবড়িতে অনেকবার ঝামেলা করেছে রুবেল। এমনকি শ্বশুর-শাশুড়িকে খুনেরও হুমকি পর্যন্ত দিয়ে যায়। হয়তো এই খুনের ঘটনাটির পিছনে জামাইয়ের হাত থাকতে পারে। চাঁচল থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধ দম্পতির ওপর হামলা এবং খুনের বিষয়টি এখনো পরিষ্কার নয়। সবকিছু দিকের সূত্র ধরেই ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

নিজের উদ্যোগে রাস্তা করলেন পুরপিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড দীর্ঘদিন ধরে বামেদের দখলে ছিল। ফলে উন্নয়ন ছিল তথৈবচ। বিগত পুর নির্বাচনে ওয়ার্ডটি তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে এসেছে। দায়িত্ব পেয়েই ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল একের পর এক উন্নয়নমুখি কাজ করে চলেছেন। মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের উদ্যোগে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢালাই রাস্তা, কভার ড্রেন ও রাস্তার আলোর ব্যবস্থা করলেন। সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কালীবাড়ি রোডের শহিদ বাদল লেনের প্রায় ৩৫০ ফুট রাস্তা ঢালাই করলেন। পুরপিতা দেবব্রত পালের এই ব্যক্তিগত উদ্যোগে খুশি ওয়ার্ডবাসী। শনিবার সকাল থেকেই এই ঢালাই রাস্তাটির কাজ শুরু হয়। এদিন দেবব্রত পাল জানান, রাজ্যজুড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের জোয়ার চলছে। ওথচ বাম পরিচালিত ওয়ার্ডটি অন্ধকারেই পড়েছিল। আমি জিতে আসার পরেই এলাকাবাসী আমার কাছে দাবি করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে রাস্তাটি করলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক দেবব্রত পালকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বাম নেতা কর্মীরাও।

জাঁকজমকভাবেই শুরু হয়ে গেল আরামবাগে বইমেলা ও নাট্যোৎসব

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: জাঁকজমক ভাবেই শুরু হয়ে গেল আরামবাগে বইমেলা ও নাট্যোৎসব। বইমেলা মানেই বই প্রেমী মানুষদের কাছে অন্যরকম একটা আবেগ। বই পড়েই কাটানো যায় সারা জীবন। বাঙালির কাছে বইমেলা সব সময়ই আদরনীয়। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও বইপ্রেমী মানুষের কাছে বইমেলা তুলে ধরতে বইমেলা ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করে হুগলি জেলার 'আরামবাগ গ্রন্থমেলা সমিতি'। এবছর১১-১৯ জানুয়ারি আরামবাগ-জুবিলি পার্ক ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গ্রন্থমেলা ও নাট্যোৎসব। শহরের বইমেলা ঘিরে ইতিমধ্যে মানুষের মধ্যে উন্মাদনা শুরু হয়েছে। এই বছরের বইমেলাতে সবকটি কর্মসূচি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মূল মঞ্চ হয়েছে দ্বিশত বর্ষে মাইকেল মধুসূদন দত্ত হলে, চলবে ৯ দিনব্যাপী। ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে নৃত্য ও আবৃত্তি অনুষ্ঠান হবে, ১৩ জানুয়ারি সমবেত সংগীত, আবৃত্তি এবং একক শিল্পীদের নিয়ে সংগীত, ১৪ জানুয়ারি বিতর্ক সভা, নাটক 'হুলস্থুল' (কলকাতা), ১৫ জানুয়ারি দুপুরে কবি সম্মেলন, নাটক 'মালা ও মলি' (নদিয়া), ১৬ জানুয়ারি সেমিনার, নাটক 'আক্ষরিক' (কলকাতা), ১৭ জানুয়ারি দুপুরে 'আহারে শৈশব' চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের নিয়ে অনুষ্ঠান নাটক 'কারাগার' (শান্তিপুর, নদিয়া), ১৮ জানুয়ারি দুপুরে ক্যুইজ, সন্ধ্যায় তিনটি নাটক অনুষ্ঠিত হবে 'থাপ্পড়' (হরিপাল), 'যশোদা মা' (বর্ধমান) এবং 'ব্যাঙ্গমা যায় বাণিজ্যে' (নাট্য একাডেমী আরামবাগ), ১৯ জানুয়ারি সকালে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, শ্রীমতী আরামবাগ (বিবাহিত মহিলাদের নিয়ে) এবং নাটক 'খেলাঘর' (কলকাতা)। তবে এই সমস্ত কর্মসূচির মধ্যে মেলার অন্যতম আকর্ষণ 'আহারে শৈশব' ও শ্রীমতী আরামবাগ। শিশুদের বিনোদনে আহারে শৈশব অনুষ্ঠান ঘিরে এখন থেকেই উৎসাহ তৈরি হয়েছে। এছাড়া নারী জাতির প্রতি সম্মান জানাতে 'শ্রীমতী আরামবাগ' নামের এই ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবের জমিতে এক নারীর লড়াইকে তুলে ধরতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। আরামবাগ গ্রন্থমেলা সমিতির সম্পাদক রাজেশ চৌধুরী জানান, বইমেলা আরামবাগবাসীর প্রাণের মেলা। এবছর শতাধিক বইয়ের স্টল বসেছে এবং এসেছে কলকাতার অনেক নামী দামি প্রকাশনী। বইমেলা চত্বরে দেশের প্রয়াত বিভিন্ন গুণী ব্যক্তিদেরকে স্মরণ করা হয়েছে। বইমেল উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল, ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি তথা বইমেলার সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী, মুক্তি প্রকাশ রায়, নীতীশ ভট্টাচার্য, পলাশ অধিকারী সহ বিশিষ্টজনেরা। এরপর এদিন দুপুরে দ্বারোদঘাটনের পর মূল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বইমেলার উদ্বোধন হয়। ছিলেন আরামবাগের সারাটি রামকৃষ্ণ মঠের মহারাজ, বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুমন মুখোপাধ্যায়, কবি দেবেশ ঠাকুর, শুভ দাশগুপ্ত, ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। অন্যদিকে এই মেলায় পুষ্প প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান মেলাও বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ছোটচাঁদঘর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- ছোটচাঁদঘর, পোঃ- বড়চাঁদঘর, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা-নদীয়া
রেজিঃ – ৫৮(এন) তারিখ- ১৫/০৩/১৯৬১

নোটিশ

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত যোগ্য সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির **পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের** উদ্দেশ্যে আগামী **০৯/০২/২০২৫ তারিখে সকাল ১২টায়** সমিতির কার্যালয়ে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয় (ভোটার তালিকা সংশোধন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত, মনোনয়ন পত্র জমা ইত্যাদি) সমিতির নোটিশ বোর্ডে টাঙানো থাকছে। সমিতির সদস্যদের উক্ত প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা:/- মলিন চৌধুরী
এ.আর.ও
ছোটচাঁদঘর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

GOPALPUR SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LIMITED
Regd. No.-36 :: Dated-05/03/1964
MIRPUR :: RAJBALHAT :: HOOGHLY

Memo No............... Date...............

পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন-২০২৪
বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত প্রতিনিধি/ সদস্য/ সদস্যাগণ কে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ইংরাজির ২২/ ০২/ ২০২৫ তারিখ, (বাংলা ৯ ফাল্গুন) সকাল ১১টায়, গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর প্রধান কার্য্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি / সদস্য/ সদস্যাকে উপস্থিত হইয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।
নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।
আলোচ্যসূচী ঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ ঃ ১১/ ০১/ ২০২৫
স্থান ঃ মীরপুর, হুগলী।

স্বাঃ /-
(ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
সমবায় পরিদর্শক
জাঙ্গিপাড়া ব্লক

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২।
উপবিধিতে উল্লিখিত পরিচালক পদ-৯, তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত)-২।
২. নির্বাচন সূচী ঃ-

ক্র. স.	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১.০১.২০২৫	সমিতির কার্য্যালয়, স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্য্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন স্থান।	সকাল ১১টা
২	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	১১.০১.২০২৫-২০.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	২১.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২২.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩টা
৫	মনোনয়নপত্র বিতরণ	২৪.০১.২০২৫-২৫.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা
৬	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	২৪.০১.২০২৫-২৫.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা
৭	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৭.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৮	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৭.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৯	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	২৮.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	২৮.০১.২০২৫ বিকাল ৩টার পূর্বে
১০	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৮.০১.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	২৮.০১.২০২৫ বিকাল ৩টার পর
১২	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২২.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত
১৩	ভোট গণনা	২২.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পর
১৪	ভোটের ফল প্রকাশ	২২.০২.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গণনার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক(১) বছর হতে হবে। সমিতির কোন ঋণ খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থককে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার হতে হবে। একজন প্রস্তাবক/ সমর্থক আসন সংখ্যার বেশি সংখ্যক প্রার্থীর প্রস্তাবক কিংবা সমর্থক হতে পারবেন না।
৮. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৯. কোন সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বাঃ /-
(সন্দীপ সেন ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত)
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
গোপালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

তারিখ ঃ ১১/ ০১/ ২০২৫
স্থান ঃ মীরপুর, হুগলী।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৮.০১.২০২৫
নিলামের সময় - দুপুর ১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স অ্যাকুয়া ইঞ্জিনিয়ারিং** প্রযত্নে শ্রী ঋত্বিক ঢোল (জামিনদাতা এবং ফ্ল্যাটের প্রথম অধিকারী/মালিক) খরিদা, বিধানপল্লি,পো: খড়্গপুর,জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন :৭২১৩০১। **শ্রী ঋত্বিক ঢোল** (ঋতম ঢোল এর পিতা এবং স্বাভাবিক অভিভাবক প্রয়াত মম ঢোল এর আইনি উত্তরাধিকারী) ফ্ল্যাট নং ১এ, ব্লক বি, ২য় তল, ডায়মন্ড টাওয়ার-৩, রাজপুরা, থানা : খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন ৭২১৩০১ **এবং** খড়িদা, বিধানপল্লি, পো : খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৩০১।	ফ্ল্যাট নং ১/এ, ২য়তল, ব্লক -বি, ডায়মন্ড টাওয়ার -৩, পাঁচতলা আরসিসি কাঠামোর বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া৬৬৭ বর্গফুট (৫৫৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া এবং ১১১ সকলের ব্যবহারের এরিয়া) এবং পার্কিং এরিয়া আনুমানিক ১০০ বর্গফুট বেসমেন্টে, মৌজা : রাজপুরা, এলআর প্লট নং ৩৮৭, জেএল নং ১৩০, এলআর খতিয়ান নং ২৪০, কলাইকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : খড়্গপুর, জেলা : পশ্চিম মেদিনীপুর। রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-৪৪৫৯-২০১৩ সালের, সিডি ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৪৯৫৮ থেকে ৪৯৯৩। সম্পত্তি শ্রী ঋত্বিক ঢোল এবং প্রয়াত মম ঢোল এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত। **ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে আইনি জটিলতা : নেই। ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত।**	৩৪,৯৯,৮১১.৬৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ নিরানব্বই হাজার আটশ এগার টাকা এবং উনসত্তর পয়সা) ৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭১৯৬৮৪	১৫,১০,০০০.০০ টাকা / ১,৫১,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ২১.০১.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet.psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১২.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং
মামড়া বাজার, জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬
ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
ইমেল আইডি : cmdurgro@centralbank.co.in

অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (জামিন অধীনে ঋণদাতা) এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত, প্রতীকী দখলীকৃত (সম্পত্তির নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিতকরণ চিহ্ন) এবং **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে** নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের প্রাপ্ত তথ্য এবং জ্ঞানমতে সম্পত্তির কোনও দখলদারি নেই, যাইহোক ইচ্ছুক দরদাতা তাদের নিজ স্বার্থে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিতে পারেন সংশ্লিষ্ট দখলদারি, নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে ডাক দাখিলের পূর্বে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) নিম্নে বর্ণিত মতে।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত (ফ্ল্যাট/দোকান/জমি/বিল্ডিং ইত্যাদি)	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
১	**শ্রী গোবিন্দ আচার্য** পিতা প্রয়াত সুরেন্দ্র নাথ আচার্য, **স্বত্বাধিকারী -মেসার্স গণপতি ট্রেডিং কোং।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি মৌজা : ডামড়া, থানা : আসানসোল, আসানসোল পৌর নিগমের অধীন ,জেলা : বর্ধমান, জেএল নং ৪০, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৩/১, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০৪৬, এরিয়া -৩৩ ডেসিমেল (০.৩৩ একর)/১৯.৯৪ কাঠা । **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ননী আচার্যর জমি,দক্ষিণে : ননী আচার্যর জমি, পূর্বে : ননী আচার্যর জমি, পশ্চিমে : সড়ক।	ক) ২০.০৭.২০১৬ খ) ২৬,৩৭,৯৫৬.০০ টাকা গ) ০৬.০৯.২০১৭ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ২৭.৪৭ লাখ টাকা ইএমডি : ২.৭৪ লাখ টাকা বিআইএ : ২৭,০০০.০০ টাকা
২	**শ্রী দয়মাল মন্ডল (স্বত্বাধিকারী -সুমিতা অটোমোবাইলস),** পিতা সামাদ মন্ডল মধুবন, **শ্রীমতি পিন্নিহার মন্ডল,** স্বামী দয়মাল মন্ডল।	**জামিনদত্ত সম্পদ -পিন্নিহার মন্ডলের নামে,** স্বামী দয়মাল মন্ডল। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি মৌজা : রামেশ্বরপুর, থানা : কালনা, পো : কালনা, জেএল নং ১৬৫-এলআর প্লট নং ৪১১, আরএস খতিয়ান নং ৪২৪, এলআর খতিয়ান নং ১২৭৭, এরিয়া ৩ ডেসিমেল। সম্পদ এর চৌহদ্দি : উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : পথ, পূর্বে : প্লট নং ৪১১, পশ্চিমে : পথ।	ক) ২৮.১০.২০১৬ খ) ১৫,৬৩,৫১৪.০০ টাকা গ) ০৯.০৩.২০১৭ (প্রতীকী দখলীকৃত)	আরপি : ৯.৭১ লাখ টাকা ইএমডি : ১.০০ লাখ টাকা বিআইএ : ১০,০০০.০০ টাকা

ই-নিলাম	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	বিড পরিমাণ জমা দেবার শেষ তারিখ এবং সময়	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়
ক্রম নং ১ এবং ২	০৬.০২.২০২৫	১১.০২.২০২৫ বিকেল ৪টে পর্যন্ত	১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে সন্ধে ৬টা

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

ব্যাঙ্কের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার মাধ্যমে নিলাম পরিচালিত হবে : ই-নিলাম সংস্থার ওয়েবসাইট : https://baanknet.com/ ই-নিলাম এজেন্সির সহিত যোগাযোগের বিস্তারিত : পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয় হেল্পডেস্ক নং : +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল : support.baanknet @psballiance.com
ডাকদাতার নথিভুক্তি এবং ইএমডি প্রদান/ ফেরত সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে : ই-মেস : support.baanknet@psballiance.com । অনুগ্রহ করে কাজের দিন কাজের সময়ে হেলপডেস্ক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নিম্নোক্ত শর্তপূরণ যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে।
পদক্ষেপ ১ : ডাকদাতা/ক্রেতার নথিভুক্তি : ডাকদাতাকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্তি করতে হবে **https://baanknet.com/** নিজের মোবাইল নং এবং ইমেল-আইডি ব্যবহার করে।
পদক্ষেপ ২ : কেওয়াইসি যাচাই : ই-কেওয়াইসি এর ক্ষেত্রে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই হবে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন পদক্ষেপ ১ এবং ২ ডাকদাতাকে যথেষ্ট পূর্বেই সম্পাদন করতে হবে।
পদক্ষেপ ৩ : ইএমডি পরিমাণ : আগ্রহী ডাকদাতা/ক্রেতাকে অনলাইন মোডের মাধ্যমে ইএমডি দাখিল করতে হবে (এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাঙ্কিং) গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেট থেকে যথেষ্ট পূর্বে/নিলাম চলাকালীন সময়ে। কোনও কারণে গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ না পাওয়া গেলে, সিস্টেম ডাক দিতে দেবে না। নথিভুক্তি, কেওয়াইসি নথি যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর যথেষ্ট পূর্বে সম্পাদিত হতে হবে, নিলামের সময়ের পূর্বে। ডাকদাতারা একটি বা সকল সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে পারেন। ওয়ালেটে যথেষ্ট পরিমাণ ইএমডি থাকলে তবেই ডাকদাতারা নিলামের দিন ডাক দিতে পারবেন। ডাকদাতার গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থ থাকতে হবে (গগগগ) ডাকের সময়ে। একাধিক সম্পত্তির জন্য ডাক দিতে চাইলে প্রতিটি সম্পত্তির জন্যই ইএমডি দাখিল করতে হবে। ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ায় এজন্য কিছু সময় লাগতে পারে, ফলে ডাকদাতাদের নিজের স্বার্থে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে প্রাক-ডাক ইএমডি পরিমাণ দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। নিলাম প্রক্রিয়াকালে ডাক/ ইএমডি দাখিলের ক্ষেত্রে অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।
পদক্ষেপ ৪ : ডাকের প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল : আগ্রহী নিবন্ধিত ডাকদাতারা পদক্ষেপ ১, ২ এবং ৩ সম্পূর্ণ করার পর ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে ডাক দিতে পারবেন। কোনও কারণে কোনও সম্পত্তির ক্ষেত্রে কেবল একজনই ডাকাদাতা থাকেন তবে তিনি ই-নিলামে অংশ নেবেন এবং সারণিতে উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির জন্য বর্ধিত পরিমাণের সমতুল পরিমাণ ডাক পরিমাণ দেবেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে তিনি সফল ডাকদাতা হিসেবে ঘোষিত হবেন না।
অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com/** প্রাপ্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করতে হবে ইএমডি দাখিল /নিলামের সময়ে ডাক দিতে।
বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** লিঙ্ক উল্লেখ করুন।

তারিখ : ০৭.০১.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল নং : ৯১০২৫ ৬১২১৫)
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শাসক নেতাদের উন্নত তৃণমূল নেতাদের হাত থেকে বাঁচাতে প্রোটেকশন: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রানিগঞ্জে পৌঁছেই রাম পূজায় অংশ নেন। তৃণমূল কাউন্সিলরদের পুলিশ প্রোটেকশন সম্পর্কে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল নেতাদের উন্নত তৃণমূল নেতাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই প্রোটেকশন। কেননা তৃণমূলের এক গোষ্ঠী আর এক গোষ্ঠীকে মারতে পারে আর সেই জন্যই এক গোষ্ঠীর হাত থেকে অন্য গোষ্ঠীকে বাঁচানোর জন্যই উদ্যোগ বলে কটাক্ষের সুর ছুড়ে দেন তিনি। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'আমরাও বলছি তৃণমূল নেতারা সুস্থ থাকুন সুরক্ষিত থাকুন। কিন্তু পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে অভয়া উমারা যাতে সুস্থ সুরক্ষিত থাকে সেই দায়ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আজকে বাংলাদেশে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি সরকার চলছে যেটি হিন্দুদের ওপর সব ধরনের অত্যাচার করছে। তিনি বলেন, বাংলায় এমন একটি সরকার চলছে যা ভোটের রাজনীতির জন্য একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে সমর্থন করে।'তিনি বলেন, সারা বিশ্বের হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, অন্যথায় যা হতে পারে তা বাংলাদেশে দৃশ্যমান। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, রানিগঞ্জ, জামুড়িয়া প্রভৃতি এলাকায় যে ভাবে কয়লা বালির বেআইনি ব্যবসা চলছে, তা নিয়েও তৃণমূল নেতৃত্বকে আক্রমণ করেন তিনি।'আর পুলিশের মদতেই চলছে কয়লা বালির অবৈধ ব্যবসা বলেও দাবি করেন। তিনি বলেন, যে ভাবে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে একটি সুশাসিত সরকার চলছে, বাংলায়ও যদি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে তা হলে সব অবৈধ ব্যবসা বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা নেবে বিজেপি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে এসে বিরোধী দলনেতা বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। বলেন, দুর্গাপুর আসানসোল রানিগঞ্জে কর্পোরেশন ভোট এবং এই এলাকায় পঞ্চায়েত ভোট হয় না, হয় প্রহসন। ভোটে চলে শুধু লুঠ। পাশাপাশি তিনি তৃণমূল দলের অন্যান্য নেতৃত্বকে কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, দিল্লির আপ এবং আমাদের রাজ্যে তৃণমূলের অনেক মিল আছে ওখানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল খেটেছেন এখানে পার্থ চ্যাটার্জি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকরা জেল খেটেছেন। এই উপলক্ষে আসানসোল ও দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, বিজেপির জেলা সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি এবং এই এলাকার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে তিনজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন অস্থায়ী ট্র্যাফিক হোমগার্ড। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানার মৌসুনি দ্বীপ থেকে মোহন সাউ, তারকেশ্বর থেকে বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং চাঁপদানি থেকে ইমরানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মহম্মদ ইমরান, মোহন সাউ ও বিশ্বজিৎ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। এদের মধ্যে ইমরান ট্র্যাফিক হোমগার্ড।

চন্দননগর পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা নকল নথি জমা দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করে দিত। একই আধার নম্বর দিয়ে বারবার পাসপোর্টের জন্য আবেদন করা হচ্ছিল। কিন্তু পাসপোর্টের নথি যাচাইয়ে থাকা পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হওয়ায় পাসপোর্ট করার প্রক্রিয়া স্থগিত করে দেন। অভিযুক্তদের এদিন চন্দননগর আদালতে তোলা হলে বিচারক দশ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

তারপরেই গত নভেম্বর মাসে পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সর্ষের মধ্যেই ভূত। আধার কার্ড, জন্মের সার্টিফিকেট, ভোটার আই কার্ড ইত্যাদির নকল নথি কাজে লাগিয়েই পাসপোর্টের জালিয়াতি চক্র চালানো হত। জালিয়াতরা কায়দা করে ১৬ সংখ্যার একই আধার নম্বর ব্যবহার করে নাম ও ঠিকানা বদলে দিত। একই আধার নম্বর ব্যবহার করে একাধিক ব্যক্তির আধার কার্ডের নথি সামনে আসতেই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের।

চাঁপদানির ১৯ নম্বর ওয়ার্ড পিবিএম বাই লেনে বাড়ি মহম্মদ ইমরানের। সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করলেও পরে চন্দননগর পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে বেশ কিছুদিন কাজ করেন তিনি। তারপর গত চার বছর ধরে চন্দননগর পুলিশের অস্থায়ী হোমগার্ড পদে কাজ করছিলেন। বর্তমানে চন্দননগর পুলিশের ট্র্যাফিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন ইমরান। বুধবারও ডিউটি করে বাড়ি ফেরেন তিনি। রাতেই চাঁপদানির নুরি লেনের বাড়ি থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। যদিও আদালতে যাওয়ার পথে ইমরান দাবি করেন, তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে।

ধৃত ইমরানের পরিবারের দাবি, পাসপোর্টের জন্য অনলাইন আবেদনের ফর্ম প্রিন্ট করে দিতেন তিনি। তাঁর খুড়তুতো দাদা মহম্মদ সালাউদ্দিন বলেন, 'ইমরান ১০০ টাকা নিয়ে ফর্ম ফিলআপ করে দিত। পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের অফিসাররা যা করার করেছে।' ভাই নির্দোষ বলে দাবি করে ইমরানের দাদা মহম্মদ রিজুয়ান বলেন, 'পুলিশ বাড়িতে এসে ঘরের জিনিসপত্র তছনছ করেছে। আমার ভাই কিছু করেনি।'এ বিষয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পণ্ডিত জাভালগি বলেন, 'গত নভেম্বর মাসে আধার কার্ড নিয়ে একটি অভিযোগ আসে পুলিশের কাছে। তার পরেই ভদ্রেশ্বর থানায় পুলিশ সুয়োমোটো মামলা করে তদন্ত শুরু করে। এই ঘটনায় একই আধার নম্বর ব্যবহার করে নকল নথি তৈরি করা হত। প্রাথমিক ভাবে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' চন্দননগর আদালতের সরকারি আইনজীবী রীতা চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ধৃতরা পাসপোর্ট জালিয়াতিতে যুক্ত। মূলত জন্মের শংসাপত্র, আধার কার্ড ব্যবহার করত। তাই অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করা হয়েছে।'

সিজারের পরই কোমায় চলে গেলেন তৃণমূল সদস্য! দেখতে যান বিধায়ক, সাংসদ

বনস্পতি দে ● চুঁচুড়া হুগলি

সিজারের পরই কোমায় চলে গেলেন তৃণমূল সদস্য! কলকাতার হাসপাতাল ঘুরে চুঁচুড়ার নার্সিংহোমে ভর্তি করা হল। দেখতে যান বিধায়ক, সাংসদ। পোলবার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব পাড়ার বাসিন্দা বছর পঁচিশের অপর্ণা পাত্রের অবস্থায় এলাকায় শোরগোল।

অপর্ণা পাত্রে সুগন্ধা পূর্বের তৃণমূল সদস্য। তাঁর স্বামী তোতন পাত্র জানান, অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালের এক চিকিৎসককে প্রাইভেটে দেখানো হত। প্রসবের জন্য প্রায় একমাস বাকি ছিল। চিকিৎসক থাকবেন না বলে তাঁর কথা মতো চুঁচুড়া হসপিটাল রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয় তাঁকে।

গত ৬ জানুয়ারি সিজার করা হয়। কন্যা সন্তানের জন্ম দেন অপর্ণা। তারপরই তিনি কোমায় চলে যান। তাঁর আর জ্ঞান ফেরেনি।পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে তাঁকে কলকাতার বড় বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে কয়েকদিন আইসিসিইউ তে ভর্তি রাখার পর চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন আশি শতাংশ ব্রেন ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে প্রসূতির। চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন না।

হাসপাতালে খরচও হচ্ছিল অনেক। তাই চুঁচুড়াতে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। দলের পঞ্চায়েত সদস্যর এই রকম অবস্থা শুনে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিধায়ক অসিত মজুমদার, সাংসদ রচনা

বন্দ্যোপাধ্যায় নার্সিংহোমে যান। তাঁরা জানান, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের ভুলে এই ঘটনা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও চিকিৎসক-হাসপাতালের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চুরির ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: ভাতারের নর্জা গ্রামে, নারায়ণ মন্দিরে চুরির ঘটনায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হলো একজন।

গত দু'দিন আগে রাতে ভাতারের নর্জা গ্রামে একটি নারায়ন মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। মন্দিরের রূপোর সিংহাসন ও রুপোর পৈতে চুরি যায়। বৃহস্পতিবার চুরির বিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মন্দির কর্তৃপক্ষ। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতেই নর্জা এলাকা থেকে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম রথীন হাজরা। বাড়ি নর্জা গ্রামে। শুক্রবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপশি এই ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তার সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের সাফল্যে খুশি এলাকার মানুষ।

মন্তেশ্বরে সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মন্তেশ্বর: পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানায় কর্মরত একজন সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃতের নাম মানস ভট্টাচার্য (৩৭)। বাড়ি মন্তেশ্বর থানার পুটশুরি গ্রামে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমাতে যায়। শুক্রবার সকালে বহুবার ডাকাডাকি করেও তার সাড়াশব্দ না পাওয়ায়। অবশেষে তার ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

যাতায়াতের জন্য খালের ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি আদিবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কথা শোনেনি বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত ও তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি, বাধ্য হয়েই হতদরিদ্র দু'টি গ্রামের আদিবাসী মানুষেরা নিজেদের টাকা খরচ করে গ্রামের খুদে, মহিলা ও পুরুষেরা মিলে যাতায়াতের জন্য খালের ওপর অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করলেন।

বারবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কিন্তু তার পরেও টনক নড়েনি। অবশেষে স্ত্রী সন্তানদের সঙ্গে নিয়েই গ্রামের পুরুষরা স্থানীয় খাল বা জোড় পারাপার করার জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করলেন। বিজেপি পরিচালিত মানিকবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দক্ষিণশোল গ্রামে রয়েছে রায়পাড়া ও আদিবাসী পাড়া। দু'টি পাড়ায় মোট ৫০ থেকে ৬০টি পরিবারের বাস। গ্রামের অপরদিকে রয়েছে শুকাশোল গ্রাম। এই গ্রাম দু'টির মাঝ বরাবর বয়ে গিয়েছে স্থানীয় একটি খাল বা জোড়।

গ্রামের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী দের স্কুল, গ্রামের মানুষদের গ্রাম পঞ্চায়েত, হাটবাজারে এবং এলাকার মুমূর্ষ রোগীদের বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী হাসপাতাল যেতে গেলে খালের ওপর এক হাঁটু জল পেরিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হত। বর্ষার সময় এই খাল রুদ্ররূপ ধারণ করে তখন পারাপার করা সম্ভব হয় না। বিকল্প পথ রয়েছে ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার ঘুরপথ। ১৫-২০ বছর পূর্বে এই খালের ওপর একটি কাঠের সেতু ছিল বন্যার জলে সেটিও ভেঙে যাওয়ার পর আর প্রশাসন মুখ ফিরে তাকায়নি এই অসহায় মানুষগুলির দিকে। বারংবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও এলাকায় যাতায়াতের সমস্যার সমাধান হয়নি।

অবশেষে বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করে দিন আনা দিন খাওয়া এই হতদরিদ্র পরিবারগুলির কাছ থেকে তাদের সংসার খরচার কারো কাছে ২০০ টাকা কারো কাছে ৩০০ টাকা কারো কাছে ৫০০ টাকা কারো কাছে ১০০০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে মোট ২২০০০ টাকা জোগাড় করে এবং নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে এই খালের ওপর একটি অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করল নিজেরাই। এমনকি গ্রামের খুদে খুদে বাচ্চা থেকে শুরু করে গ্রামের বউরাও এই রাস্তা তৈরিতে হাত লাগিয়েছে। তবে আগামী বর্ষাতে এই অস্থায়ী রাস্তাও জলের তলায় তলিয়ে যাবে তারপর কী হবে? এই উত্তর নেই কারও।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই সমস্যা রয়েছে। ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেন প্রতিশ্রুতি দেন কিন্তু ভোট ফুরিয়ে গেলে কাজের কাজ কিছু হয় না আর নেতাদের দেখা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে আমাদেরকে উদ্যোগ নিয়ে এই অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করতে হল।' বিজেপি পরিচালিত এই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বারংবার জানানো হয়েছে ওই এলাকায় ব্রিজ তৈরি করতে যে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে তার সামর্থ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই এটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ করতে পারে। তাদেরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন পঞ্চায়েত সমিতির পঞ্চদশ অর্থবর্ষের আওতায় এনে পারাপারের জন্য একটি ব্যবস্থা করা হবে এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

বিধায়কের জন্মদিনে কম্বল বিতরণ, ২০০০ দুঃস্থকে বনভোজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন পালন হল খনি অঞ্চলজুড়ে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বিধায়কের সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মদিন পালন করলেন। অন্যথা হয়নি, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল।

এদিন গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে এলাকার শতাধিক গরিব দুঃস্থর হাতে তুলে দেওয়া হল কম্বল, পাশাপাশি প্রায় হাজারখানেক লোকেদের নিয়ে হল বনভোজন। রাতে যেমন এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা অংশ নিয়েছিল ছিল এলাকার বহু মানুষ। গোগলা অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রথমেই পানশিউলি এলাকার মনসা মন্দিরে বিধায়কের দীর্ঘায়ু কামনা করে হয় পুজো। এরপর এলাকার গরিব দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় শীত বস্ত্র হিসাবে কম্বল ও এলাকার হাজার খানেক মানুষকে নিয়ে অজয় নদের তীরে হয় বনভোজনের আয়োজন।

জন্মদিন উপলক্ষে ছিল নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সশরীরে হাজির হয়ে দলীয় কর্মীদের তাঁর জন্মদিনে আপ্যায়ন দেখে অভিভূত হন। পাশাপাশি, জন্মদিনের কেক কেটে এই দিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রশাসনের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর মেলায় সাগর আরতি। বিগত কয়েক বছর ধরেই এই আরতি পুণ্যার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ।

গোঘাটে লাইনে দাঁড়িয়ে রোগী অথচ দেখা নেই ফার্মাসিস্টের, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেয়ারা প্রকাশ্যে এল। সকাল ন'টা থেকে ডাক্তার দেখিয়ে দীর্ঘ অপেক্ষা রোগীদের। সাড়ে ১১ টা বাজলেও আউটডোরে ফার্মাসিস্ট এসে পৌঁছল না। এতেই ক্ষুব্ধ রোগী এবং রোগীর পরিজনরা। আরামবাগ মহকুমার গোঘাট ১ নম্বর ব্লক হাসপাতালের ঘটনা। বিক্ষুব্ধ রোগীরা ফার্মাসিস্ট ছাড়া ওষুধ নিতে চাইছেন না। তাই আউটডোরের জানালা রেগে বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। গ্রুপ ডি স্টাফ বলছেন ওষুধ নেওয়ার থাকলে নিন না হলে সরে দাঁড়ান। ওষুধ দেওয়াটা তার কাজ নয়। ডাক্তার দেখিয়ে অপেক্ষা মান রোগীদের অভিযোগ সমস্ত ওষুধ হাসপাতালের আউটডোর থেকে দেওয়া হয় না। প্রেসক্রিপশনে দাগ দিয়ে দেওয়া হয় বাইরে থেকে কিনে নেওয়ার জন্য। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও ফার্মাসিস্ট না আসায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুমূর্ষু রোগীরা। সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা হাসপাতাল চত্বরে ঢুকতেই নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল রোগীদের সঙ্গে হাসপাতাল কর্মীদের বচসা। ১২ টা নাগাদ হাসপাতলে ফার্মাসিস্ট ঢুকলেও ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাইলেন না। আর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মুখে কুলুপ এঁটেছে। এই দৃশ্য প্রায়শই হয়। আর তাতেই ব্যাপক ক্ষোভ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় হাসপাতাল চত্বরে। এই বিষয়ে হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে আসা রোগী রামপ্রসাদ পান্ডা বলেন, প্রায় ৫০ মিনিট ধরে হাসপাতালে দাঁড়িয়ে রয়েছি। ফার্মাসিস্ট আসেনি। ডাক্তার দেখানো হয়ে গেলেও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে, এই হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট গজ গমনের মতো হাসপাতালে পৌঁছানোর পর সাংবাদমাধ্যমকে দেখেই মুখ লুকানোর চেষ্টা করেন। সবমিলিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা যে অভিযোগ করেন তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেল গোঘাটে। এই বিষয়ে আরামবাগের বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, শুধু গোঘাট নয়, সারা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেহাল। সঠিক সময়ে ফার্মাসিস্ট না আসায় রোগীরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। অথচ উদাসীন প্রসাশন। আসলে লক্ষ্য নজর দেওয়ার মতো কেউ না থাকায় সরকারি কর্মচারীরা সিস্টেমের অপব্যবহার করছে।

গোপনে বিয়ে, স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে শ্বশুরবাড়ির সামনে ধর্নায় মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ফোনের মাধ্যমে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার পর গোপনে বিয়ে করেছিল এক মহিলা। কিন্তু বিয়ের চার বছর পর স্বামী মেনে না নেওয়ায় স্ত্রী মর্যাদার দাবিতে শ্বশুরবাড়িতে ধর্নায় বসল ওই মহিলা। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকায়। গত দু'দিন ধরে ওই এলাকায় গোপাল পাল নামে এক যুবকের বাড়ির সামনেই ধর্নায় দিয়েছিল গৃহবধূ ঝুম্পা গোস্বামী। শনিবার বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হতেই ঘটনাস্থলে আসে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। অবশেষে পুলিশি হস্তক্ষেপে ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেই বিষয়টি নিয়ে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ২৭ বছর বয়সি ঝুম্পা গোস্বামীর বাড়ি ইংরেজবাজার থানার মিল্কি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার প্রথম পক্ষের স্বামীর বাড়ি ছিল পুখুরিয়া থানার সিমলা গ্রামে। দীর্ঘদিন আগে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ হয় ওই মহিলার। তার নাবালক দুই ছেলেমেয়ে রয়েছে। এরপরই পুরাতন মালদার পালপাড়া এলাকার যুবক গোপাল পালের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। পুলিশকে অভিযোগে ওই মহিলা ঝুম্পা গোস্বামী জানিয়েছেন, চারবছর আগে মোবাইলের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। এরপর গোপাল পাল একাধিকবার তার সঙ্গে সহবাস করে এবং গোপনে বিয়ে করে। ইংরেজবাজার থানায় এলাকায় বিভিন্ন সময় বাসা ভাড়া নিয়ে তাঁকে রেখেছিল। গত দুই মাস ধরে গোপাল পাল তার সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করছিল না। এরপরই সে তার শ্বশুরবাড়িতে উঠতে চায়। কিন্তু বাড়ির লোকেরা তাকে ঢুকতে দেয়নি। তাই দুইদিন ধরে স্ত্রীর মর্যাদা দাবিতে তিনি শ্বশুর বাড়ির সামনেই ধর্নায় বসেছিলেন।

এদিকে ওই যুবকের বাবা নরোত্তম পাল বলেন, আমার ছেলে কি করেছে জানি না। তবে একজন বিবাহ বিচ্ছেদ মহিলাকে পুত্রবধূ হিসাবে মানতে পারব না। ওই মহিলা দু'দিন ধরে আমার বাড়ির সামনে বসেছিল। এরপরই পুলিশকে বিষয়টি জানায়। পুলিশ ওকে নিয়ে গিয়েছে। আইনগত কি ব্যবস্থা নেবে সেটা আমার জানা নেই। কিন্তু ওই মহিলাকে পুত্রবধূ হিসাবে মেনে নেওয়া যাবে না।

পুলিশ জানিয়েছে, পেশায় মোমো বিক্রেতা গোপাল পাল নামের যুবকের বিরুদ্ধে ঝুম্পা গোস্বামী নামে এক মহিলা বিস্তর অভিযোগ করেছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাজ্য সড়কের ওপর থেকে উদ্ধার এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তপন ব্লকের গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাথিহার হাট খোলা এলাকার ঘটনা।

সূত্রে জানা গিয়েছে, তপন-বালুরঘাট রাজ্য সড়কের উপরে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। মহিলার দেহে তেমন কোনও বস্ত্র ছিল না।

সীমান্তবর্তী মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: ভারত বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি মধ্যে সীমান্তবর্তী মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে গাইঘাটায় বিএসএফ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন। সীমান্তে বিএসএফ এর সঙ্গে গ্রামবাসীরা আছেন, কোনও ধরনের অসুবিধা হলে তারাও বিএসএফ এর সঙ্গে কাঁধে কাধ মিলিয়ে পাশে থাকবেন বলে জানান। সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীর অস্থির পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্তবর্তী মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করল বিএসএফ। জানা গিয়েছে, ঝাউডাঙা ও রামনগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার মানুষদের নিয়ে এই ফুটবল টুনার্মেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল ঝাউডাঙা বিওপি-র বিএসএফ আধিকারিকেরা। ম্যাচ চালাতে সহযোগিতা করেছে পিপলি বিওপি। জানুয়ারি মাসের সাত তারিখ থেকে টুনার্মেন্ট শুরু হয়। আটটি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। শনিবার এগারো তারিখ ছিল ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনালে গাইনপাড়া ও ঝাউডাঙা মুখোমুখি হয়। দুই-এক গোলে জয়ী হয় ঝাউডাঙা। ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে পিপলি খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফ-র একাধিক আধিকারিক এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় রামনগর ও ঝাউডাঙা গ্রামপঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা। খেলার মাঠে মহিলা ও পুরুষ ফুটবল প্রেমী মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বিএসএফ সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকে। যাতে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হচ্ছে।

ধারের টাকা না ফেরতের অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তি: ২০২১ সালে মুম্বইয়ে সোনার কাজ করতে গিয়ে ওই এলাকার এক ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি নির্মাণ করার জন্য ১১ লক্ষ টাকা নেওয়ার পর মুম্বই থেকে নিজের বাড়ি চলে আসেন। তারপর থেকে টাকা ফেরত না দেওয়ায় জামালপুরের জাজনপুর থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযোগ পেয়ে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম শেখ খলিল জামালপুরের জাজনপুরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সাঁওতাল সমাজ ও খেড়িয়া শবর সম্প্রদায়ের মানুষকে নববস্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার হরিপালের মালিয়ার বিশ্বনাথ সেবা সমিতিতে প্রায় ৫৫০০ জন আদিবাসী ও খেড়িয়া সম্প্রদায়ের মা, ভাই বোনদের মকরসংক্রান্তির সাকরাত উৎসব উপলক্ষে নতুন বস্ত্র উপহার দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়ক ডা. করবী মান্না।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের উৎসব ও খেড়িয়া সবর জাতিদের টুসু উৎসব উপলক্ষে নববস্ত্র দেওয়ার লক্ষ্যে এদিন প্রায় ছয় হাজার মানুষকে নতুন বস্ত্র উপহার দেওয়া হল। আমরা ইদের সময় মুসলিম ভাইবোনেদের পুজোর সময় আমাদের হিন্দু ভাই বোনেদের ছট পুজোর সময় হিন্দিভাষী ভাই বোনেদের যেমন নববস্ত্র বিতরণ করা হয় সেই মতো এই সব সমাজের ভাই বোনেদের হাতে নতুন বস্ত্র বিতরণ করা হল। প্রত্যেক বছর আমরা এটা করে থাকি আগামী দিনেও করব পৌষ সংক্রান্তি টুসু উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নববস্ত্র পরিধান করে আনন্দ করতে পারবে।'

নবদ্বীপে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা চালানোর অভিযোগের নবদ্বীপ থানার মাঝেরচড়া এলাকা থেকে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল আইসি জলেশ্বর তেওয়ারির নেতৃত্বে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত দুষ্কৃতীর নাম সাঞ্জুর শেখ। তার বাড়ি মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার বিকেলে অভিযান চালিয়ে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বেশ কিছু সরঞ্জাম। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম কুমার ঘোষ। শনিবার সন্ধ্যায় নবদ্বীপ থানায় ডিএসপি ডিঅ্যান্ড টি এম রহমান ও নবদ্বীপ থানার আরক্ষা আধিকারিক জলেশ্বর তিওয়ারিকে পাশে নিয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ উত্তম কুমার ঘোষ সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে মহিশুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝেরচড়া এলাকার বাসিন্দা দুষ্কৃতী সাঞ্জুর শেখ দিনমজুরের আড়ালে নিজের বাড়িতেই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানা খুলে বসেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশকে সাময়িকভাবে দুষ্কৃতীর পরিবারের বাধার মুখে পড়ে, সেই বাধা সরিয়ে দুষ্কৃতী সাঞ্জুর শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। এর আগেও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের অভিযোগে বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল দুষ্কৃতী সাঞ্জুর শেখ।

নতুন বছরেও ডার্বির রঙ সবুজ মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৫। সাল বদলালো, ম্যাচের রঙ বদলালো না। নতুন বছরেও ডার্বির রঙ সবুজ মেরুন। ডার্বিতে অপরাজেয় মোহনবাগান। গুয়াহাটিতে ১০ জনের ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের ২ মিনিটেই অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাইকার জেমি ম্যাকলারেনের গোল। সেই গোলই হয়ে গেল ম্যাচের ফ্যাক্টর। ম্যাকলারেনের একমাত্র গোলেই গুয়াহাটি থেকে এক পয়েন্ট নিয়ে ফিরছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই আশিস রাই ডিফেন্ডারদের পিছনে একটি ভালো থ্রু বল পাঠান, যার ফলে ম্যাকলারেন হেক্টর ইউস্টের সঙ্গে দৌড়ে এগিয়ে যান এবং ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষকের পাশ দিয়ে বলটি জালে পাঠান ম্যাকলারেন। আইএসএলের ডার্বির ইতিহাসে এটাই দ্রুততম গোল। এরপর চেষ্টা জারি রাখে ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে ফেরার। কিন্তু গোলমুখ আর

খোলা যায়নি। প্রথমার্ধেই ১-১ গোলে সমতা ফেরাতে পারত লাল-হলুদ ব্রিগেড। কিন্তু, আপুইয়ার একটি নিশ্চিত হ্যান্ডবল রেফারির চোখ এড়িয়ে যায়। ম্যাচের ৬৫ মিনিটে জোড়া হলুদ কার্ডে লালকার্ড দেখেন ইস্টবেঙ্গলের সৌভিক চক্রবর্তী।এখনও পর্যন্ত আইএসএল ডার্বিতে বাগানকে হারাতে ব্যর্থ লাল হলুদ ব্রিগেড। দুই দল মুখোমুখি হয়েছে মোট ১০ বার। ৯ বারই জিতল সবুজ-মেরুন বাহিনী। একবার ড্র হয়েছে। এই জয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে অনেকটাই সেভ জোনে চলে গেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল ১৫ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে ১১ নম্বরেই রইল।প্রথম লেগের ডার্বিতে মোহনবাগান ২-০ গোলে জয়লাভ করেছিল। শেষমুহূর্তে গুয়াহাটিতে ম্যাচ হওয়ায় ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামের বেশিরভাগ অংশই ফাঁকা ছিল। যা ডার্বি ম্যাচে সত্যি বেনজির ঘটনা।

এশিয়ান কাপ ক্যানো প্রতিযোগিতায় তিনটি স্বর্ণপদক জয় সাই এনসিওই জগৎপুরের ক্রীড়াবিদদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধীনে জগৎপুরের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (এনসিওই) থেকে দুই কায়াকিং এবং ক্যানোয়িং অ্যাথলিট খোয়ারাকপাম ধনমঞ্জুরি দেবী এবং এম সালাম সুনীল সিং ২০২৫ সালের ৯ থেকে ১২ জানুয়ারী অনুষ্ঠিত এশিয়ান ক্যানো প্রতিযোগিতা হংকং ২০২৪-২৫ (স্প্রিন্ট এবং ম্যারাথন) এ অংশ নিয়েছিলেন। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-২৩ বিভাগে কে ১-১০০০ মিটার ও কে ১-৫০০ মিটারে একটি করে সোনা জেতেন খেয়ারাকপা।

এই অসাধারণ সাফল্যে সাইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল সত্যজিৎ সংক্রিত, ক্রীড়াবিদ এবং এনসিওই জগৎপুর দলকে অভিনন্দন জানান। এর পাশাপাশি সাই-এর ওড়িশা সাই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর ত্রিলোক্যনাথ সাহুও অভিনন্দন জানান। এই দুই ক্রীড়াবিদকে এনসিওই জগৎপুরে প্রশিক্ষণ দেন এল জনসন সিং, কেএন্ডসি কোচ, দলীপ সিং বেনিওয়াল, কেএন্ডসি কোচ অ্যান্ড এইচপিএম, এবং অন্যান্য কায়াকিং এবং ক্যানোয়িং কোচরা।

খো খো বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে বাংলার সুমন

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমবার খো খো বিশ্বকাপ। আর সেই বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতেই। আগামী ১৩থেকে ১৯তারিখ পর্যন্ত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে বসতে চলেছে খো খো বিশ্বকাপের আসর। সেখানেই অংশ নেবে বাংলার সুমন। বাংলা থেকে খো খো বিশ্বকাপে একজনই সুযোগ পেয়েছে পুরুষদের দলে। জনপ্রিয়তার নিরিখে ফুটবল ক্রিকেটের পাশাপাশি এবার খো খো বিশ্বকাপের আসর নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। বাংলার সুমন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন,তা অত্যন্ত গর্বের বিষয় বাংলা খো খো পরিবারের কাছে। কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে বাংলা খো খো

রাজ্য খো খো সংস্থার সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়েস্ট বেঙ্গল খো খো চেয়ারম্যান বলরাম হালদার, সভাপতি কমলেশ মিত্র, সচিব কল্যাণ চ্যাটার্জি সহ অন্যরা।

পরিবারের তরফে আয়োজিত হয় এক সাংবাদিক সম্মেলনের। প্রথমবার বিশ্ব কাপের আসরে ৩৪টি দেশ অংশ গ্রহণ করছে। প্রত্যেকের আশা খো খো তে দেশের ঝুলিতে আসবে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা।

অ্যাথলিটদের উৎসাহ দিতেই আর্থিক অনুদান রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টাকা প্রয়োজন। তাতে খেলার প্রতি আগ্রহ যেমন বাড়ে, তেমন কিছুটা সুরাহাও হয় সেই পরিবারের।

খেলোয়াড় ও অ্যাথলিটদের উৎসাহিত করতে এবার আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করল রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থা। নতুন বছরে অ্যাথলিটদের উৎসাহিত করতে এগিয়ে এলেন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সচিব কমল মৈত্র। রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থা সম্প্রতি বাংলার কৃতী অ্যাথলিট ও খেলোয়াড় যাঁরা রাজ্য ও দেশ ও আন্তর্জাতিকস্তরে সাফল্য এনে দিয়েছে, তাদেরকে সংবর্ধিত করল। সচিব কমল মৈত্রের উদ্যোগে মৌলালি যুবকেন্দ্রে রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কৃতী খেলোয়াড়দের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক অনুদানও।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল কার র‍্যালিতে চ্যাম্পিয়ন আজগর আলি (পল্টু) সেঙ্গ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার অন্যতম কর্তা কমল মৈত্র। পাশে বিওএ'র অফিসিয়াল দেবাশিষ দে ।

বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হয় ড্রাইভিংয়ে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন আজগর আলী(পল্টু)কেও। গ্রামগঞ্জ থেকে শহরাঞ্চল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে প্রতিভা। তাদের তুলে আনতে প্রয়োজন পরিকাঠামোর। ফুটবলের পাশাপাশি ছোটখেলাগুলোর দিকে রাজ্য সরকারকে নজর দিতেই অনুরোধ করেন রাজ্য অ্যাথলেটিক্স সংস্থার সচিব কমল মৈত্র।

পূর্ব সাতগেছিয়ায় চলছে সংহতি ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবারের মতো এবারেও শুরু হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমানের পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি পরিচালিত সংহতি ট্রফি। ৮ দলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সংহতি ট্রফির সেমিফাইনালে উঠল চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব ও সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস। শনিবার পূর্ব সাতগেছিয়া বড় মাঠে চন্দননগরের দলটি ১৫ ওভারের ম্যাচে ১২১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ৭ বল বাকি থাকতে ৪ উইকেটে হারায় গুপ্তিপাড়া সবুজ সংঘকে। বল হাতে ২ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ১১ বলে ২৩ করে ম্যাচের সেরা বাংলার প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অর্ণব নন্দী। অপর ম্যাচে ১৫ ওভারে ৯ উইকেটে

সংহতি ট্রফিতে চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ম্যাচের সেরা পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলার প্রাক্তন রঞ্জি ক্রিকেটার অর্ণব নন্দী।

১৭১ রান তুলে সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টস ১১ রানে হারাল রুস্তম ক্রিকেট আকাদেমিকে। ৩৮ বলে ৬৬ রান করে ম্যাচের সেরা সাউথ ক্যালকাটার সঞ্জয় নিশাদ। গ্রুপ পর্বের খেলা হয় ২ দিন। সেমিফাইনাল আগামী ১৭ জানুয়ারি। সংহতি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫১ হাজার টাকা ও ট্রফি। রানার্স দল পাবে ৪১ হাজার টাকা ও ট্রফি। প্রতি ম্যাচেই রয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার। সেইসঙ্গে দেওয়া হবে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কারও। এই সংহতি ট্রফিতেই এসেছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, সন্দীপ পাটিল, অশোক মালহোত্রা, ঝুলন গোস্বামী, জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মতো তারকারা।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভোটের মুখে ফের দুর্নীতির ছায়া আপ-এ

প্রকাশ্যে ক্যাগ রিপোর্ট ঘিরে বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি: অরবিন্দ কেজরিওয়াল জামিনে মুক্ত। মণীশ সিসোদিয়া জামিনে মুক্ত। মূল মামলার অভিযুক্ত ৪০ জনের মধ্যে ৩৮ জনই জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তবু আবগারি দুর্নীতির ছায়া পিছু ছাড়ছে না আম আদমি পার্টির। দিল্লি ভোটের ঠিক আগে প্রকাশ্যে এসেছে এই সংক্রান্ত সিএজি রিপোর্ট। যা দিল্লির বিরোধী দলগুলির হাতে নয়া অস্ত্র তুলে দিতে পারে।

ক্যাগ রিপোর্ট বলছে, দিল্লিতে আপ যে আবগারি নীতি চালু করেছিল তা রাজধানীর কোষাগারে বড় ধাক্কা দিয়েছে। অন্তত ২ হাজার ২৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে দিল্লি সরকারের। যদিও সিএজির এই রিপোর্ট এখনও দিল্লি বিধানসভায় পেশ হয়নি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম ওই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, আপ সরকারের আমলে ঘোষিত ওই আবগারি নীতিতে প্রচুর ত্রুটি ছিল। এবং সেটা প্রকশ্যে আসার পরও

ব্যবস্থা নেয়নি দিল্লি সরকার।

আবগারি দুর্নীতি মামলা গত প্রায় দু'বছর দিল্লির রাজনীতির শিরোনামে থেকেছে। এই মামলায় গ্রেপ্তার হতে হয়েছে খোদ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়াদের মতো আপের শীর্ষ নেতাদের। এই মামলার সরাসরি অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে আম আদমি পার্টিকে। যা ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে নজিরবিহীন ঘটনা। এই দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ হয়ে জামিন পাওয়ার পরও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়েছেন কেজরিওয়াল। যদিও শেষদিকে অধিকাংশ অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে ছিল আপ। কিন্তু ক্যাগের এই রিপোর্ট নতুন করে অস্বস্তিতে ফেলবে দিল্লির শাসকদলকে।

যদিও আপ এই রিপোর্ট পুরোপুরি খারিজ করে দিচ্ছে। আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং প্রশ্ন করছেন, ক্যাগের এই রিপোর্ট কি বিজেপির অফিসে বসে তৈরি করা? তিনি বলছেন, 'ক্যাগ-এর এই রিপোর্ট কোথা থেকে এল? এটা নিয়ে বিজেপি নেতারা এত লাফালাফি করছে কেন? এই রিপোর্ট কি বিজেপি অফিসে বসে বানানো? দিল্লি বিধানসভায় তো পেশ হয়নি। তাহলে এত প্রশ্ন কীসের?'

কনৌজে হুড়মুড়িয়ে ভাঙল রেল স্টেশনের ছাদ

লখনউ, ১১ জানুয়ারি: সংস্কারের কাজ চলাকালীন স্টেশনের ছাদ ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শনিবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ রেলওয়ে স্টেশনে।

দুর্ঘটনার জেরে অন্তত ২০ জন ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েন বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ। চলছে উদ্ধারকাজ।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ২টো ৩৯ মিনিট নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে কনৌজ স্টেশনে। স্টেশনে সংস্কারের কাজ চলাকালীন হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে লিন্টেল। সেই সময় ওই অংশে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। তাঁরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যান। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের

অবস্থা আশঙ্কাজনক। আরপিএফ, জিআরপির পাশাপাশি উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন রাজ্যের মন্ত্রী অসীম অরুণ। আহতদের যাতে দ্রুত উদ্ধার করা যায় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষও কাজে হাত লাগিয়েছেন। দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ১২টি অ্যাম্বুল্যান্স। ওই অঞ্চলের মেয়রও ঘটনাস্থলে পৌঁছন।

যোগীরাজ্যে অটোয় গণধর্ষণ তরুণীকে

লখনউ, ১১ জানুয়ারি: চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে অটোতে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে চাঞ্চল্য ছড়াল এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযোগ, শুক্রবার ২১ বছরের দীপক কুশওয়াহার সঙ্গে দেখা করতে আসেন উন্নাওয়ের বাসিন্দা ওই তরুণী। পেশায় অটো চালক দীপক কয়েকদিন আগেই তাঁকে ডেকে পাঠান চাকরির 'টোপ' দিয়ে। তরুণীর এক আত্মীয়ের সূত্রে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। এরপর তরুণীকে অটোতে তুলে তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন। দীপকের সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু মনোজকুমার পাণ্ডে। এরপর অটো নিয়ে জঙ্গলে পৌঁছে সেখানে ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করেন দুই অভিযুক্ত। তিনি চিৎকার করতে গেলে তাঁর মুখও চেপে ধরা হয়ে বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে ওই তরুণীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান দুই অভিযুক্ত। কোনওমতে থানায় গিয়ে অভিযোগ করেন তরুণী। এরপরই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় দুই অভিযুক্তকে। পুলিশের দাবি, আগেই জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিজেদের অপরাধ কবুল করেছেন দুই অভিযুক্ত। শনিবার তাঁদের আদালতে তোলা হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ার পরিস্থিতি সামাল দিতে দমকলকে সাহায্য জেলবন্দিদের

ক্যালিফোর্নিয়া, ১১ জানুয়ারি: আগুনের গ্রাসে ক্যালিফোর্নিয়া। আগুন ছড়িয়েছে ৩৭ হাজার একরেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে। অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। হাজার দশেকেরও বেশি স্থাপত্য ধূলিসাৎ লেলিহান শিখার ছোবলে। পরিস্থিতি সামাল দিতে লড়ছেন দমকল কর্মীরা। আর তাঁদের দলে রয়েছেন জেলবন্দিরাও! প্রায় হাজারখানেক জেলবন্দিরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আগুন নেভানোর কাজ করে চলেছেন বলে জানা যাচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অফ কারেকশনস অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন তথা সিডিসিআরের এক দীর্ঘকালীন স্বেচ্ছাসেবী কর্মসূচিরই অংশ এটা। কমলা জাম্পস্যুট পরিহিত বন্দিরা ক্যালিফোর্নিয়ার দমকল কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে তাঁদের লড়াই কেবলই আগুনের বিরুদ্ধে নয়। মানুষের মনে তাঁদের সম্পর্কে থাকা মনোভাবের বিরুদ্ধেও! আসলে আমেরিকায় দমকল কর্মীদের রীতিমতো 'হিরো'র তকমা দেওয়া হয়। এবং বন্দিদের বিরুদ্ধে রয়েছে একেবারেই অবজ্ঞার একটা ভাব। সোজা কথায়, জেলখাটা মানুষ মানেই দাগী! তাঁরা এভাবে লড়বেন দমকল বাহিনীর সঙ্গে, এটা অকল্পনীয়।

প্রাক্তন জেলবন্দি-দমকল কর্মী রয়্যাল র‍্যামসে বিবিসির সঙ্গে কথা বলার সময় দাবি করেছেন, এটা

নিয়ে একটা ছুঁৎমার্গ রয়েছে। মানুষ যখনই দমকল কর্মীদের কথা ভাবেন, তাঁদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিখুঁত গোঁফদাড়ি কামানো মানুষের কথা, একজন নায়কোচিত কেউ কখনওই কোনও জেলবন্দিকে তাঁরা সেই জায়গায় ভাবতে চান না। র‍্যামসে আরও জানাচ্ছেন, এই কাজের জন্য ন্যূনতম পারিশ্রমিক পাবেন ওই বন্দিরা। যা সাধারণ দমকল কর্মীদের প্রাপ্যর সামান্য ভগ্নাংশ। এমনকী আগুন নেভাতে গিয়ে মারা গেলেও কোনও রকম আর্থিক সাহায্য পাবে না পরিবার। তাঁর কথায়, ওঁরা কোনও পুরস্কার পাবেন না। এমনকী দমকল কর্মীর স্বীকৃতিটুকুও না। তবু জেলবন্দিরা দমকল কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে চলেছেন। স্বীকৃতি না থাক, পুরস্কার না থাক, কেবল এমন ভয়ংকর পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনাটাই তাঁদের কাছে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। 'দাগী' তকমা নিয়ে ভাবিতই নন তাঁরা।

e-Tender Notice

E-tender invited vide NIT **No. 10/SGP/SFC/2024-25** by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **18/01/2025 up to 10:00 am.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

e-Tender Notice

E-tender invited vide NIT No. **09/SGP/15CFC-UT/2024-25 by** the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **16/01/2025 up to 15:00pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi, Murshidabad

e-Tender Notice

E-tender invited vide **NIT No. 08/SGP/SFC/2024-25** (3rd Call) by the Prodhan, Sagarpara Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad. Last Date of online bid submission is **16/01/2025 up to 15:00pm.** Interested bidders may kindly visit wbtenders website for more details.

Sd/- Prodhan
Sagarpara Gram Panchayat
Jalangi,

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q. No. : UKM/PHC/017(e)/2024-25 dt.: 17.09.2024

Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engagement of 05 nos. Driver and 20 nos. Helper to drive Departments vehicle as per need. Documents download start date & Bid submission start date– **19.09.2024.** Bid Submission Closing Date– **25.09.2024.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Uttarpara-Kotrung Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency / Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No. 2212, Dt. 09/01/2025** for **Different Civil Works of this Municipality, Tender ID: 2025_MAD_798849_1-3,** Last Date of Bid Submission **22/01/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/PWD/034(e)/2024-25 dt.: 11-01-2025

Construction of pathway and land scaping at Digha holiday home sector(plot no-15, lease hold land of DSDA) under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date– **27/01/2025.** For Details: **wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
U.K. Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY

NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call WB/PMID/DAS-I/EO/NIT-09/24-25, Memo No-09, Date-09/01/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **11.01.2025.** Bid Submission end Date- **18.01.2025.** Bid Opening Date- **21.01.2025.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow:

E-NIT No. 30/MOG-I/25, Dated : 11.01.2025

Last Date of Bid Submission: **21/01/2025 at 18:55 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/33/2024-25, dated 10.01.2025, ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/34/2024-25, dated 10.01.2025, Fund: 15TH FC.** Bid submission start date: **11.01.2025 at 09.00 AM.** Last date of Bid submission: **18.01.2025 up to 11.00 AM.** Date of opening : **20.01.2025 at 11.00AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবচেতনা

প্রাথমিকে ড্রপ আউট 'শূন্য' বাংলা

শুভাশিস বিশ্বাস

৩৪ বছরের বাম জমানায় যা হয়নি তা হল ২০২৪-এ। শূন্য ড্রপ-আউট প্রাথমিকে। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি ঘটে গেল আরও এক যুগান্তকারী ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নয়, রাজ্যের পড়ুয়ারা আগ্রহ দেখাচ্ছেন সরকারি স্কুলে পড়তেই। অর্থাৎ এর থেকে এটাও স্পষ্ট যে অভিভাবকদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে অন্য এক ধরনের সচেতনতা। যা আমরা দেখেছি বিংশ শতাব্দীর ছয় বা সাতের দশকে। এরপর হঠাৎ-ই বাম জমানার মাঝামাঝি বদলাতে থাকে চেহারা। ইংরেজি বাদ পড়ে প্রাথমিকে। শেখানো হয় 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। তাতে বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝোঁক বাড়ে আমজনতার। তবে এদিনের এই রিপোর্টে মূলত যাঁরা আর্থিক কারণে তাঁদের সন্তানকে বেসরকারি স্কুলে পড়াতে না পেরে হীনমন্যতায় ভুগছিলেন তাঁদের সেই হতাশায় ভোগার দিন শেষ।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের এই রিপোর্টে সামনে এসেছে গেরুয়া শাসনের রাজ্যগুলিতে বাড়ছে স্কুলছুটের সংখ্যা। ফলে ২০২৫-এর প্রারম্ভেই মুখে চওড়া হাসি বঙ্গের শিক্ষমহলের। এরপর এই হাসি আরও চওড়া হল নববর্ষের প্রারম্ভেই। শিক্ষামন্ত্রকের তরফ থেকে প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরের কোনও পড়ুয়া স্কুলছুটের তালিকায় নাম লেখায়নি। অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যের প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলছুটের হার একেবারে শূন্য। তবে প্রাথমিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি, চণ্ডীগড়, ওড়িশা, তেলঙ্গনা, মহারাষ্ট্র, কেরালা এবং তামিলনাড়ুতেও স্কুলছুটের হার শূন্য। তবে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে এই রেকর্ড কেবল তেলঙ্গনা, তামিলনাড়ু এবং কেরলের দখলেই রয়েছে। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, প্রাথমিক স্তরে স্কুলছুটের হার সবচেয়ে বেশি বিহারে (৮.৯ শতাংশ)। এ ছাড়াও, রাজস্থান (৭.৬ শতাংশ), মেঘালয় (৭.৫ শতাংশ), অসম (৬.২ শতাংশ), অরুণাচল প্রদেশে (৫.৪) স্কুলছুটের হার বেশি।পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ড্রপ আউটের এমন হাল হওয়ার বড় কারণ, দারিদ্র্য, অভিভাবকদের অজ্ঞতা এবং স্কুলে শিক্ষার নিম্নমান বলেই ধারনা শিক্ষাবিদদের। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, বাংলায় স্কুল ছুটের হার কমা শুরু করে ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকেই। এর পিছনে রয়েছে 'পথসাথী' থেকে শুরু করে 'কন্যাশ্রী'র মতো প্রকল্প। আর সব থেকে বড় ফ্যাক্টর হল মিড-ডে মিল। বিশেষ করে 'কন্যাশ্রী' চালু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা কমছে। তবে 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প চালু হওয়ার পর বাংলার মেয়েদের মধ্যেএই স্কুল ছুটের হারটা ঠিক যতখানি বদলানোর দরকার ছিল সে হারে বোধহয় বদলায়নি। এমন বলার পিছনে কারণটি হল, ২০-২৪ বছরের মেয়েদের মধ্যে দেখা গেছে যে ৪২ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই। জাতীয় গড় ২৩.৩ শতাংশ। আবার ১৫ থেকে ১৯ বছরের মেয়েদের ১৬ শতাংশ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন বা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। জাতীয় গড় ৭ শতাংশ। অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান থেকে এটাই স্পষ্ট যে এখনও বাংলার জনমানসে ঠিক শক্তপোক্ত জায়গা তৈরি করতে আরও সময় লাগবে'কন্যাশ্রী'র। দরকার আরও সচেতনতার।

এদিকে গলার কাঁটার মতো বিধছে মাধ্যমিক স্তরে স্কুল ছুটের হার। সেখানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে স্কুল ছুট। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে নবম-দশম শ্রেণিতে ১৭.৮৫ শতাংশ পড়ুয়া স্কুলছুটের তালিকায় রয়েছে। রিপোর্ট বলছে, মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিহারে (২৫.৬৩)। এর পরেই আছে যথাক্রমে অসম (২৫.০৭), কর্নাটক (২২.০৯), মেঘালয় (২২), গুজরাত (২১.০২), লাদাখ (১৯.৮৪), অরুণাচল প্রদেশ (১৯.২৯), সিকিম (১৯.০৫), মধ্যপ্রদেশ (১৭.৬৯), ছত্তিসগঢ় (১৬.২৯), মণিপুর (১৫.৩০) এবং ঝাড়খণ্ড (১৫.১৬)।

তবে এটা ঠিক যে শিক্ষামন্ত্রকের প্রাথমিকের স্কুলছুট সংক্রান্ত এই রিপোর্ট সামনে আসায় খুশি শিক্ষাবিদেরা। 'কলেজিয়াম অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার্স অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসেস'-এর সম্পাদক সৌদীপ্ত দাস এই বিষয়ে বলেন, 'এটা অত্যন্ত ইতিবাচক খবর। এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

এদিকে আবার ফিরছে পাশ-ফেল প্রথা। পাস তো বরাবরই আছে, চালু হচ্ছে ফেল। এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। স্কুলছুটের জন্য দায়ী প্রাথমিকে ইংরেজি এবং পাশ,ফেল, এমন অদ্ভুত তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পাশ,ফেল তুলে দিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পূর্বতন সিপিএম সরকার। তাও শুধু প্রাথমিকের শেষ এবং উচ্চ প্রাথমিকের শেষ ক্লাসে, অর্থাৎ পঞ্চম ও অষ্টমে। কীসের ভিত্তিতে সিপিএম এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল তা জানা নেই। কারণ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে না হয়েছিল কোনও সমীক্ষা, না স্কুল ধরে ধরে শিক্ষকদের মতামত নেওয়া হয়েছিল। এমনকী এই ইস্যুতে , প্রকাশ্য বিতর্কের অবতারণাও হয়েছিল বলে জানা নেই। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক,অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিকদের অভিমত নেওয়া তো দূর-অস্ত। একতরফা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে তুলে দেওয়া হয় এই 'ফেল' করানোর প্রথা। আর তার পক্ষে গলাবাজি করে গিয়েছিলেন সরকারি প্রসাদভোগী মুষ্টিমেয় কিছু ঘোলাটে বুদ্ধিজীবী। এমনকী চাটুকারবৃত্তি করতে গিয়ে তাঁরা সরকারি নীতির বিরোধিতায় রাস্তায় নামার অপরাধে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিকদের প্রকাশ্যে গালাগালি দিতেও পিছপা হননি।

তবে এই ফেল প্রথা ফেরানোর ঘটনায় নিঃসন্দেহে আনন্দিত একশ্রেণির মানুষ। পথে-ঘাটে-স্কুলে-বাসে এই ইস্যুতে যে আলোচনা চলছে সেখানে এই আনন্দের ছোঁয়া মিলছে স্পষ্টতই। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খুশি তাঁরাই, যাঁদের নিজের পরিবারের ছেলেমেয়েকে কোনওদিনই সরকারি স্কুলের চৌহদ্দিতেও পাঠাননি। এর মধ্যে মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত নানারকম পেশার মানুষ আছেন। এদিকে পরিসংখ্যান বলছে, পশ্চিমবঙ্গের ৮৬ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই সরকারি স্কুলে পড়ে। যদিও সমাজের যে অংশের কথা বলা হল, তারা সরকারি ব্যবস্থা নিয়ে যত আদর্শের কথাই বলুন না কেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে অমর্ত্য সেন যে কাউকে উদ্ধৃত করে মাতৃভাষায় শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে যে বুলিই কপচান না কেন বাস্তবে বেশিরভাগেরই নিজেদের সন্তানদের জন্য ছুটেছেন ইংরিজি মাধ্যম বেসরকারি স্কুলে। এই প্রসঙ্গে এও বলতেই হয়, এই যে ৮৬ শতাংশের কথা বলা হচ্ছে তাঁদের মতামত কোনওদিনই গ্রহণযোগ্য হয়নি শিক্ষাক্ষেত্রে। ঠিক যেমন ছাত্রছাত্রীদের অভিমত নিয়ে কেউ কোনওদিন মাথা ঘামিয়েছে বলেও শোনা যায়নি। কারণ, পড়ুয়ারা কী বলল তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না, নেইও। তবে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের চর্চার ব্যবস্থা আছে। বাল্যবিবাহ, পরিবেশ দূষণ, ভোটার সচেতনতা থেকে পথ সুরক্ষা, সব ব্যাপারেই তারা মিছিল করে, কেবল শিক্ষা নিয়ে তাদের মতামত একেবারেই গুরুত্ব পায় না।

তবে পাস-ফেল প্রথা আবার ফিরে আসায় এই শ্রেণি একবারও খেয়াল করল না যে, পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে অকৃতকার্যদের উত্তীর্ণ করার জন্য স্কুলকেই উদ্যোগ নিতে হবে। ওই ছাত্রছাত্রীদের আলাদা করে পড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছে দিতে হবে।

ইদানিং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মূল্যায়নে 'ফর্মেটিভ' বলে একটা প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, যার উদ্দেশ্য নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন। সারাবছর ধরে শিক্ষার্থীরা বই পড়ার পাশাপাশি কিছু নির্দিষ্ট মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পেরেছে কিনা তারই মূল্যায়ন হয় এখানে। মূল্যায়ন পত্রে এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। খুব কম স্কুলই সুষ্ঠু নিয়ম মেনে এই কাজটা করে। তার বহুবিধ কারণ আছে, যেমন পরিকাঠামোগত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব। আলাদা করে 'রেমেডিয়াল' পড়ানোর দায়িত্ব পার্শ্বশিক্ষকদের। কিন্তু স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় পার্শ্ব শিক্ষকদের মূল পড়ানোর কাজটাই করতে হয়।

এই পাশ-ফেল প্রথা নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে এবিটিএ রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন জানান, 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে ধাপ, এটি তারই অংশ। কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে, সেই শিক্ষানীতিকেই প্রণয়ন করেছে রাজ্যের সরকার। এই সিদ্ধান্ত যদি কার্যকর হয়, তাহলে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের একটা বড় অংশ ড্রপ-আউট হবে। এদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার চাইছে শিক্ষাক্ষেত্রকে বেসরকারিকরণ করতে। যার ফলে গরিব প্রান্তিক অংশের ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। শুধুমাত্র শিক্ষার সুযোগ পাবে উচ্চবিত্ত শ্রেণি। শিক্ষার মান এভাবে উন্নত করা যায় না। আমাদের রাজ্যে স্কুলগুলির সঠিক পরিকাঠামো নেই, পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সরকারের সেই দিকে নজর দেওয়া উচিৎ।'

এই বিষয়ে এদিন রাইট টু এডুকেশন ফোরামের কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপিকা ঈশিতা মুখোপাধ্যায় জানান, 'নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সংহতি রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। গোটা দেশে এত পরিযায়ী শ্রমিক, তাঁদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা, এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ছে। বকলমে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়া পরিকল্পনা চলছে।' এই পাশ-ফেল প্রথমা প্রসঙ্গে আরও একটা ইস্যু অবশ্যই উঠে আসছে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত। যা শিক্ষার পরিকাঠামোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কিন্তু রাজ্য জুড়ে বহু হাইস্কুল আছে যেখানে এই অনুপাত কেমন তা নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রশ্ন।

এবার একটা বাস্তব ঘটনায় আসা যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা বলেন 'কলেজে কিছুই পড়ায় না। ভালো ছেলেমেয়ে কই?' কলেজের অধ্যাপক বলেন 'স্কুলে কিছু পড়ায় না। আমরা কী করব?' সেকেন্ডারির শিক্ষক বলেন 'প্রাইমারিতে অক্ষর পরিচয়ই হয় না।' প্রাথমিক তাকায় অঙ্গনওয়াড়ির দিকে, অঙ্গনওয়াড়ি ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়ের দিকে। এই বাবা-মা কারা? যারা 'প্রথম প্রজন্মের' সন্তান আনে পৃথিবীতে, খেয়ে না খেয়ে তাদের স্কুলে পাঠায় নানা স্বপ্ন আর আশা নিয়ে। সেখানে বাবা, মা দুজনেই জনমজুর অথবা মায়ের সঙ্গে সন্তানেরা থাকলেও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক। সঙ্গে এটাও ভুলে গেলে চলবে না এঁরা সমাজের ' আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা' অংশ। এঁদের সন্তানেরাই মস্ত বড় স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে গিয়ে প্রথম দিন বসে প্রথম বেঞ্চে। তারপর নানা সংঘাতে বছর শেষে তার স্থান হয় শেষ বেঞ্চের কোণে কিম্বা স্কুলে আসে শুধু পরীক্ষা দিতে। ভারতমাতা এঁদের জাত বলে দিতে পারেন অনায়াসে। হয় এঁরা আদিবাসী নয়তো তফসিলি জাতি অথবা মুসলমান। এদিকে সংবিধান বলছে, সামাজিক ন্যায়ের কথা মাথায় রেখে এদেশে বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন চালু হয়েছিল। সর্বশিক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল। পৃথিবীর যে কোনও 'এগিয়ে থাকা' দেশে এই সর্বশিক্ষার ব্যবস্থাই আছে। শিক্ষা শিক্ষার্থীর জন্য ভয়মুক্ত ও আনন্দদায়ক হওয়ার কথা। নম্বরের অসুস্থ প্রতিযোগিতা এবং ফেলের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। কিন্তু বর্তমান সরকারের নয়া শিক্ষানীতি শিক্ষার অধিকার এই আইনকে সংকুচিত করতে চলেছে। তবুও এ নিয়ে মুখে কুলুপ সবার। কারণ, কেউই এটাকে চর্চার বিষয়বস্তু বলেও মনে করেন না।

এদিকে যাঁরা শিক্ষক অর্থাৎ যাঁরা এই সব পড়ুয়াদের সঙ্গে নিত্যদিন ওঠাবসা করেন, তাঁরা জানাচ্ছেন, যাঁরা পড়তে আসে তাদের বেশিরভাগেরই জীবনযাপনের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়বস্তুর জটিলতা নিয়েও কারও কোনধরনের মাথাব্যথা নেই। এদিকে যাঁরা বই লেখেন, তাঁরাও কোনওকালে এই 'প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী' পড়ানোর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পরামর্শ নেননি। এই প্রসঙ্গে শিক্ষকদের একাংশ এও জানিয়েছেন, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রাথমিকে তো বটেই, উচ্চ প্রাথমিকেও বহু শিক্ষক নিজেদের উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে পড়ানোর আশ্চর্য উপায় নির্মাণ করে চলেছেন। বিষয়টা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও করোনাকালে অনলাইন থেকে বহুদূরে থাকা ছাত্রছাত্রীদের জন্য এঁরা অসাধারণ কাজ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কথা কেউই শোনেননি। যখন যে ক্ষমতায় তার রাজনৈতিক দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীর জীবন তার বাইরেই থাকে। তাদের পড়ানোর অর্জিত অভিজ্ঞতা কোথাও মেলে না। আর যাঁরা পড়ান তাঁরা আধুনিক প্রযুক্তির অনেককিছু ব্যবহার করলেও পড়ানোর ক্ষেত্রে 'প্রসন্ন গুরু মহাশয়'-এর পদ্ধতিই মেনে চলেন।

এদিকে একটা পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে যেমন বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সরকারি স্কুলে যায়, ঠিক তেমনি এ রাজ্যে প্রাইভেট টিউশনির হারও গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। উঁচু ক্লাসের দিকে ছাত্রছাত্রীরা স্কুল বাদ দিয়ে টিউশনিতে যায়, এমন নজির আছে। ফেল চালু হলে এদের দাপট আরও বাড়বে। বাজার ছেয়ে যাবে ফর্মুলা নোটবুকে, বাড়বে স্কুলছুট। কারণ, পাস করতে হলে এই ফর্মুলা নোটবুক কিনতে হবে বাড়তি পয়সা খরচে। যে বাড়িতে সব সদস্যের দু'বেলা দিনগুজরান হয় কি না সন্দেহ সেখানে এই ফর্মুলা নোটবুক কেনা তো বিলাসিতা! এরপর একাধিকবার অকৃতকার্য হলে পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী নিজেও ছেড়ে দেবে হাল। ফলে ফেল চালু হলে কত কত ছেলেমেয়ে ড্রপ-আউট করতে চলেছে তা ভাবার সময় এসেছে। আমরা তো রাঙা মাটির জেলায় বা ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে দেখেছি, অতি সামান্য দামে দুর্লভ সব জিনিস নিয়ে কচিকাচাদের হকারি করতে। এদের সবদিন দু'বেলা খাবার জোটে না। এরপরও তারা স্কুলে যায়, ইংরিজি আর অঙ্ক ছাড়া বাকিগুলো পারে। দিনমজুর বাবা-মায়ের মেয়ে মুক্তির আনন্দে নিজে একা একাই ভর্তি হতে যায় পঞ্চম শ্রেণিতে। স্কুল থেকে এরা কি কিছুই শেখেনি তা নিয়ে বড় প্রশ্ন জাগে মনে। দ্বন্দ্ব জাগে শিক্ষার সবটাই নম্বর দিয়ে মাপা যায় কি না সে ব্যাপারেও। আর মেয়েদের জন্য যদি অষ্টম শ্রেণিতেই স্কুলের দরজা আবার বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে ফের সেই অজ্ঞানতার অন্ধকারের পথে ধীরে ধীরে এগোতে থাকবে তাঁরা। প্রভাব পড়বে গোটা সমাজে। কারণ, সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারীদের শিক্ষার। কারণ, তাঁরাই সন্তানের কাছে প্রথম পথপ্রদর্শক। সঙ্গে এও ভুলে গেলে চলবে না, এই স্কুল-ই ছিল তাঁদের কাছে একমাত্র পরিসর, যেখানে সে খুঁজে পেতো স্বাধীনতার আনন্দ, মুক্তির পথ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

একটু উষ্ণতার জন্য

উত্তম বিশ্বাস

— কেনো! আপনাদের ভোটার লিস্টে কত শো করছে ?

— ভোটার লিস্ট অনুযায়ী এই মুহূর্তে আপনি ৮৬ বছর বয়সে দাঁড়িয়ে।

— ও, তাই নাকি! ওটা আরও দুবছর কমান। আমার যাবতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী আমি এখন ৮৪'র যুবক। শুধু আপনাদের ভোটার লিস্টেই আমি ৮৬'র বৃদ্ধ। হা ... হা ... ।

আমিও মুখে একটা মেকি হাসি নিয়ে ওঁনার রসিকতাটির যোগ্য সঙ্গত করলাম।

— আসলে এটা হল, ৮০ বছরের উর্দ্ধে মানুষজনের হালহকিকত জানার একটা সরকারি প্রজেক্ট।

— আরে ছাড়ুন তো ওসব সরকারি প্রজেক্ট ফজেক্ট। আসলে আমরা এই ধরাধামে আছি, না গেছি সেটারই ইনভেস্টিগেশন চলছে। কি তাইতো!

— ঠিক তাই।

— তার মানে আপনি হলেন যমদূত। এসব লিপিবদ্ধ করে চিত্রগুপ্তকে একটা রিপোর্ট দেবেন। এবারও নিশ্চয় ঠিক বলেছি?

— হ্যাঁ, এবারও আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে একটু সংশোধন করে দিই। আমি ঠিক যমদূত নই। সরকারি দূত। তবে রিপোর্টটা মিঃ চিত্র গুপ্তকে করতে হবে না। ওটা করতে হবে আমার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে।

— বাঃ, বেশ ম্যানেজ করলেন তো!

আমিও আর বেশি কথা বাড়ালাম না। কাজের কথায় এলাম।

— ৮৪ বছরের স্বপক্ষে আপনার সঠিক কোনো পরিচয় পত্র যদি একবার দেখান তাহলে ভাল হয়।

— নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ভদ্রলোক জন্মতারিখ সম্বলিত পরিচয়পত্র আনার উদ্যোগ নিতে নিতেই খেয়াল করলেন, আমি কপালে যায়। যত্তসব!

-- বুঝবি, বুঝবি। যখন বাবা হবি, তখন হাড়েহাড়ে বুঝবি।

-- আমি একদম শিওর। ঠাকুমা এটাও বাবাকে বলেছিলো। যুগযুগ ধরে তোমাদের এই একই ডায়লগ। জাস্ট কপি পেস্ট করে চলেছো তোমরা!

(৫)

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মায়ের সাথে আমার সেই সমস্ত কথাবার্তা মাথায় এসে ভিড় করলো।*ভাবলাম, এখানেও যদি সেই ব্যাপারটাই হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয় এটা আজেবাজে কোনো মেয়ের বাপের বাড়ি হবে না। বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার এঁরা। মা ভীষণ খুশিই হবে। কিন্তু আমিও তো ততদিনে অন্য কারও কাছে নিজের চিত্তবন্ধক দিয়ে রেখেছি। ধুর, আমিও তো মায়ের মতই হয়ে গেলাম। কি উল্টোপাল্টা ভাবছি এসব!* এবার আজেবাজে ভাবনা থামিয়ে বললাম-

-- কি জানতে চান বলুন?

-- স্যারের নামটা কি?

-- উত্তম বিশ্বাস।

-- ও, বিশ্বাস!

-- কেন? পছন্দ হয়নি বুঝি?

-- আরে না না, ওসব জাতপাত নিয়ে আমাদের পরিবারে কোনো ছুৎমার্গ নেই।

এই রে! খেয়েছে! ইনি তো জাতপাতের কথা বলছে যে! তাহলে কি মায়ের কথাটাই ঠিক। একটু সাবধানে পা ফেলতে হবে মনে হচ্ছে। বিষয়টা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম।*

জমে থাকা ঘাম মুছে চলেছি। ভদ্রলোক এবার হাঁক পারলেন ওঁনার পরিচারিকাকে ,

— চম্পা...চম্পা।

— বলুন।

(৪)

— তোর জন্য কি আমাদের মান সম্মান কিছুই থাকবে না রে! ভদ্রলোক এতক্ষন বসে আছেন পাখাটা পর্যন্তস্চালিয়ে দিস নি!

চম্পা পাখা চালাবার উদ্যোগ নিতেই ভদ্রলোক বললেন

— থাক, এখন আর পাখা চালিয়ে কাজ নেই। তুই এসিটাই বরং চালিয়ে দে। আর জলটল কিছু দিয়েছিস?

— না না, আপনাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। আমি জল খেয়েছি। (আমি বললাম)

ভদ্রলোক ভিতরে গেলেন। ফিরেও এলেন হাতে একটা ফাইল নিয়ে। তাতে তাঁর সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা। আমার যেটুকু দেখার প্রয়োজন ছিল তা দেখে ফিরিয়ে দিলাম সব। নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে এবার ফাইনালি ওঠার তোরজোড় করছি... ভদ্রলোক আমায় একটু বসার অনুরোধ করলেন।

— আর একটু বসলে ভাল হয় না!?* আপনার নিজের কথাই তো ভাল করে শোনা হল না।

— ভদ্রলোকের কথাটা শুনে আমার দুম করে মা'র একটা কথা মনে পরে গেল। প্রথম যখন চাকরি পাই, মা পইপই করে বলে দিয়েছিল --

— শোন, নতুন চাকরি পেয়েছিস। জানি এদিক ওদিক যাবি। কিন্তু বাইরের অচেনা অজানা কেউ যদি হঠাৎ যেচে পরে তোর নিজের কথা জানতে চায়, কিংবা বাড়ি ঘরদোরের কথা জানতে চায়। তাহলে বলবি এ ব্যাপারে আমার বাড়ির লোকের সাথে কথা বলুন।

— কিন্তু কেন মা?

— ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।

— কিন্তু বিষয়টাই তো আমার কাছে পরিষ্কার হল না। আমার কাছে কেউ আমার নাম ধাম জানতে চাইতেই* পারেন। মা, এটা তোমার বোকা বোকা কথা হয়ে গেল।

— থাক! তোকেও অত চালাক চালাক হতে হবে না। যেটা বলছি সেটাই করবি। রাস্তাঘাটে প্রচুর আজেবাজে মেয়ের বাপেরা ঘুরে বেড়ায়, আর সুন্দর সুন্দর ছেলে দেখলেই তাদের পেছনে পরে যায়। কে একটা ধরে কিসব আজেবাজে গছিয়ে দেবে তখন আমার হবে সব্বনাশ।

— মা, ঠাকুমাও মনে হয়, বাবার অল্প বয়সে এই একই কথা বাবাকে বলেছিল। ছেলেমেয়েরা বড় হলে তোমাদের মায়েদের এই এক আজেবাজে চিন্তা শুরু হয়ে

— কিন্তু মিঃ ব্যানার্জী। এবার তো আমায় উঠতে হবে। অলরেডি অনেক দেরি হয়ে গেছে।

— আরে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সরকারি কাজ অত সময়ে করতে নেই।

— ওটা আপনার ভুল ধারনা। কারা ওসব করে জানি না। তবে আমি তা করি না।

— মনে হচ্ছে সদ্য চাকরি!

— হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।

— সেই জন্যই কাজে এত নিষ্ঠা। বছর খানেক পর এই নিষ্ঠাটা থাকলে একবার দেখা করে যাবেন। আমি স্যালুট করব।

— সেটা সময়ই বলবে।

— এবার উনি আবারও পরিচারিকাটিকে ডাকলেন।

— চম্পা,*চম্পা.....

— বলুন।

— আমাদের জন্য একটু কিছু নিয়ে আয়।

(৬)

মনে হচ্ছে খাবারদাবার আনার কথা বলছেন। আমিও দেখলাম বেগতিক। এখন এইসব খাওয়া দাওয়া মানে আমার সময় বরবাদ হবে । আমিও আপত্তি জানিয়ে বললাম ,

— প্লিজ, মিঃ ব্যানার্জী। এখন এইসব থাক। সদ্য খেয়েদেয়ে উঠেছেন। এবার একটু বিশ্রাম করুন। আমি চলি।

—এবার ভদ্রলোকের গলাটা বেশ ভারী লাগল। গম্ভীর স্বরে বললেন -

— চলি বললেই যাওয়া যায় না। বসো বলছি।

মৃদু একটা ধমক মনে হলো যেন! এবার ভদ্রলোককে আমার একটু অন্যরকম লাগল। হঠাৎ উনি আমাকে এভাবে ধমক দেবেনই বা কেন, আবার আমাকে 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধনেই বা চলে গেলেন কেন? আর প্রতিবারই বা আমাকে উনি আটকাচ্ছেন কেন? এবার ব্যাপারটা বেশ বিস্ময়কর ঠেকছে! ওঁনার এইভাবে ধমক দেওয়াটা আমার কাছে একটু কেমন কেমন যেন লাগল। আর এই সুরে ধমক দেওয়াটা একমাত্র বাড়ির অভিবাকদের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। উনি তো কোনোকালেই আমার অভিবাবক নন। তবে ,

— সরি, মাফ করবেন। আমার ওভাবে বলাটা ঠিক হয় নি।

আমি চুপ করে বসে আছি। ব্যাপারটা ঠিক হজম করতে পারিনি। এবার উনি যথেষ্ট বিনয়ের সাথেই বললেন —

— একটা কথা বলব?

— বলুন।

(ক্রমশঃ)